গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)
বিআরটিএ ভবন
নতুন বিমানবন্দর সড়ক, বনানী, ঢাকা-১২১২
www.brta.gov.bd

স্মারক নং-৩৫.০৩.০০০০.০০৩.৪৯.০০৫.২৩- ৫০৮ তারিখ: ৭ মে ২০২৩

বিষয়ঃ ড্রাইভিং কম্পিটেন্সি পরীক্ষা গ্রহণ প্রসঙ্গে।

লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ড্রাইভিং পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে এ অথরিটি সার্কেল অফিসসমূহে কোন সুনির্দিষ্ট মানদন্ড ও কাঠামো অনুসরণ করা হচ্ছে না। দক্ষতা যাচাই পরীক্ষার ক্ষেত্রে সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২২ এর বিধি-৮(৮) মোতাবেক মোটরযান চালনার দক্ষতা যাচাই পরীক্ষা, মোটরযান চালাইবার নিয়ম, সংকেতসমূহ, ট্রাফিক সাইন বা চিহ্ন বিষয়গুলো উল্লেখ রয়েছে।

২। বর্ণিত অবস্থায় প্রেক্ষিতে, এ অথরিটি'র সকল সার্কেল অফিসে একই মানদন্ড ও কাঠামো অনুসরণ করে ড্রাইভিং লাইসেন্স পরীক্ষার্থীদের ড্রাইভিং কম্পিটেন্সি পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে ১৫ মে ২০২৩ তারিখ হতে নিম্নলিখিত কাঠামো অনুসরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হ'ল:

ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের কাঠামো

প্রশ্নপত্রের পূর্ণমান ২০ নম্বর, পাশ ১২ নম্বর ও সময় ২০ মিনিট নির্ধারণ করে প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করতে হবে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ০৬টি – ০৬ নম্বর (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১)
নৈর্ব্যত্তিক প্রশ্ন ০৮টি – ০৮ নম্বর (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১)
ইঞ্জিন মেকানিজম সম্পর্কিত প্রশ্ন ০৬টি – ০৬ নম্বর (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১)

উল্লেখ যে, ইঞ্জিন মেকানিজম সম্পর্কিত বিষয়ে নূন্যতম ০২ নম্বর না পেলে পরীক্ষার্থী অকৃতকার্য বলে গণ্য হবেন।

০৩। লিখিত পরীক্ষার জন্য মোট ০৪ (চার) সেট (যেমন ক, খ, গ, ঘ) প্রশ্ন প্রস্তুত করতে হবে এবং যে সেট প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে তা ড্রাইভিং দক্ষতা যাচাই কমিটি (ডিসিটিসি) কর্তৃক লটারির মাধ্যমে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের অব্যবহিত আগে নির্ধারণ করতে হবে।

০৪। মৌখিক পরীক্ষায় পাশ নম্বর হবে ৭৫ শতাংশ ও ব্যবহারিক পরীক্ষায় পাশ নম্বর হবে ১০০ শতাংশ। প্রশ্নপত্র তৈরির ক্ষেত্রে বিআরটিএ'র ওয়েবসাইটে (www.brta.gov.bd) ড্রাইভিং লাইসেন্স সংক্রান্ত প্রশ্ন ব্যাংক ও নৈর্ব্যত্তিক প্রশ্নপত্র থেকে সহায়তা নেয়া যেতে পারে।

সংযুক্তিঃ
ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য লিখিত পরীক্ষার নমুনা প্রশ্নপত্র-০৩(তিন) পাতা।

০৭/০৫

(শীতাংশু শেখর বিশ্বাস)
পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং)
ফোনঃ ৫৫০৪০৭১৬
ই-মেইল: de@brta.gov.bd

উপপরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং)/সহকারী পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং),
লাইসেন্সিং অথরিটি, বিআরটিএ..সার্কেল
.... (সকল)।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে:

১। জেলা প্রশাসক, ...(সকল);
২। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, ড্রাইভিং দক্ষতা যাচাই কমিটি,... (সকল);
৩। পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং), বিআরটিএ ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/রংপুর/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয়;
৪। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, বিআরটিএ সদর কার্যালয়, নতুন বিমানবন্দর সড়ক, বনানী, ঢাকা-১২১২।

নমুনা প্রশ্নপত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)
ড্রাইভিং দক্ষতা যাচাই কমিটি
জেলা/সার্কেলঃ------------------------------

লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

পরীক্ষার তারিখ: **পরীক্ষকের স্বাক্ষর**

পরীক্ষার্থীর নাম:

পরীক্ষার রোল নম্বর:
লার্ণার লাইসেন্স নম্বর:

পূর্ণমান:	**২০**
পাশ নম্বর:	**১২**
সময়:	**২০ মিনিট**

বিঃ দ্র} ইঞ্জিন মেকানিজম বিষয়ে নুন্যতম ০২ নম্বর না পেলে পরীক্ষার্থী অকৃতকার্য বলে গণ্য হবেন।

১। সংক্ষেপে উত্তর লিখুন (যে কোনো ০৬টি) **৬ x ১ = ৬**

ক) মোটরযান দুর্ঘটনায় পতিত হলে চালকের করণীয় কী?

উত্তরঃ

খ) মোটরযান চালনার আগে করণীয় কাজ কী কী? যে কোনো ০২ টি লিখুন।

উত্তরঃ

গ) মধ্যম বা মাঝারি মোটরযান কাকে বলে?

উত্তরঃ

ঘ) কোন কোন মোটরযানকে ওভারটেক করার সুযোগ দিতে হবে?

উত্তরঃ

ঙ) মোটরযানের চাকা ফেটে গেলে করণীয় কী?

উত্তরঃ

চ) মোটরযান রাস্তার কোনপাশ দিয়ে চলাচল করবে?

উত্তরঃ

ছ) বেপরোয়া ও বিপজ্জনকভাবে মোটরযান চালনার শাস্তি কী?

উত্তরঃ

২। সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দিন। **৮X ১=৮**

ক) কোন জায়গায় অবশ্যই হর্ণ বাজাতে হবে?

১. গোল চক্করে ২. অন্ধ বাঁকে

৩. ইউ টার্নের নিকট ৪. হাসপাতাল

খ) প্রধান রাস্তায় প্রবেশের সতর্কতা হল –

১. প্রধান রাস্তার মোটরযানকে অগ্রাধিকার দিয়ে স্বাভাবিক গতি বজায় রাখা

২. ইন্ডিকেটর দিয়ে হর্ন বাজিয়ে নিজেই অগ্রাধিকার দিয়ে স্বাভাবিক গতি বজায় রাখা

৩. ইন্ডিকেটর দিয়ে গাড়ির গতি কমিয়ে প্রধান রাস্তার মোটরযানকে অগ্রাধিকার প্রদান করা

৪. যে কোন দিক দিয়ে হর্ন বাজিয়ে প্রবেশ করা যেতে পারে।

গ) মোটরযানের গিয়ার পরিবর্তনের সময় অবশ্যই-

১. ব্রেক পেডেল চাপ দিতে হবে ২. ক্লাচ পেডেল চাপ দিতে হবে

৩. এক্সিলেটর পেডেল চাপ দিতে হবে ৪. মোটরযানের গতি কমাতে হবে

ঘ) এই চিহ্নটি দ্বারা কি বুঝায়?

১. সড়কে পথচারী

২. পথচারী চলাচল নিষেধ

৩. শিশু-কিশোর

ঙ) এই চিহ্নটি দ্বারা কি বুঝায়?

১. মোটরকার চলাচলের জন্য ২. মোটরযান চলাচল নিষেধ

৩. মোটরসাইকেল চলাচল নিষেধ ৪. পিকআপ চলাচলের জন্য

চ) বাধ্যতামূলক না বোধক চিহ্ন থাকে?

১. লাল বৃত্তে ২. নীল ত্রিভূজে

৩. চতুর্ভূজের বৃত্তে ৪. নীল বৃত্তে

ছ) গোল চক্করে মোটরযান চালানোর নিয়ম-

১. সুযোগ মত বের হয়ে যান ২. ডান দিক থেকে আগত মোটরযানকে প্রাধান্য দিন

৩. বাম দিকের মোটরযান আরো যেতে দিন ৪. যে দিকে মোড় ঘুরাবেন সেদিকে সিগন্যাল দিন

জ) রাস্তায় আলোকে সংকেত যেভাবে আসে তা হলো?

১. হলুদ-সবুজ-লাল ২. লাল-হলুদ-সবুজ

৩. লাল-সবুজ-হলুদ ৪. সবুজ-লাল-হলুদ

৩। ইঞ্জিন মেকানিজম সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর লিখুন। **৬ X ১=৬**

ক) ফ্যানবেল্ট কোথায় থাকে?

উত্তরঃ

খ) একটি ইঞ্জিন অত্যধিক গরম অবস্থায় চলছে তা কীভাবে বুঝা যাবে?

উত্তরঃ

গ) পেট্রোল ইঞ্জিনে প্রতি সিলিন্ডারের জন্য স্পার্ক প্লাগ থাকে কয়টি?

উত্তরঃ

ঘ) কুলিং ফ্যানের কাজ কী?

উত্তরঃ

ঙ) স্পার্ক প্লাগ কোথায় থাকে?

উত্তরঃ

চ) ইঞ্জিনে অয়েল (মবিল) এর পরিমাণ কিসের সাহায্যে পরীক্ষা করা হয়?

উত্তরঃ

পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষর

বিঃদ্রঃ এটি একটি নমুনা প্রশ্নপত্র মাত্র। প্রশ্নগুলো হুবহু অনুসরণ না করে প্রশ্নপত্রের কাঠামো অনুসরণ করে বিআরটিএ'র বিভিন্ন সার্কেলে ড্রাইভিং দক্ষতা যাচাইয়ের এর প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে হবে।

০৭/০৫/২৩

১৮/০৫/২৩

আবদুর রশিদ
সহকারী পরিচালক (ইঞ্জিঃ)
পরিচিতি নং-২০০৫২০০০২১
লাইসেন্স শাখা, সদর কার্যালয়, ঢাকা

মোঃ নুরুল ইসলাম
পরিচিতি নং-১৯৯১২০০০১৩
উপপরিচালক (ইঞ্জিঃ-১)
বিআরটিএ, সদর কার্যালয়
বনানী, ঢাকা-১২১২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)
সদর কার্যালয়, বিআরটিএ ভবন
নতুন বিমানবন্দর সড়ক, বনানী, ঢাকা-১২১২
www.brta.gov.bd

ড্রাইভিং লাইসেন্সের লিখিত পরীক্ষার স্ট্যান্ডার্ড প্রশ্ন ব্যাংক ও উত্তর

১. প্রশ্ন: মোটরযান কাকে বলে?

উত্তর: সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ তে মোটরযান অর্থ কোনো যন্ত্রচালিত যানবাহন বা পরিবহণযান যাহা সড়ক, মহাসড়ক বা জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত, নির্মাণ বা অভিযোজন করা হয় এবং যাহার চালিকাশক্তি অন্য কোনো বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ উৎস হইতে সরবরাহ হইয়া থাকে এবং কোনো কাঠামো বা বডি সংযুক্ত হয় নাই এইরুপ চ্যাসিস ও ট্রেইলারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, তবে সংস্থাপিত বা সংযুক্ত রেলের উপর দিয়া চলাচলকারী অথবা একচ্ছত্রভাবে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কারখানা বা অন্য কোনো নিজস্ব চত্বরে বা অঙ্গনে ব্যবহৃত যানবাহন অথবা মনুষ্য বা পশু দ্বারা চালিত যানবাহন ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

২. প্রশ্ন: মোটরযান চালনাকালে কী কী কাগজপত্র মোটরযানের সঙ্গে রাখতে হয়?

উত্তর: ক. ড্রাইভিং লাইসেন্স, খ. রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (ব্লু-বুক),

গ. ট্যাক্স-টোকেন, ঘ. ফিটনেস সার্টিফিকেট (মোটরসাইকেলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়) এবং ঙ) রুটপারমিট সার্টিফিকেট (মোটরসাইকেল এবং চালক ব্যতীত সর্বোচ্চ ৭ আসন বিশিষ্ট ব্যক্তিগত যাত্রীবাহী মোটরযানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়)।

৩. প্রশ্ন: মোটরযান চালনার আগে করণীয় কাজ কী কী?

উত্তর: ক. মোটরযানে জ্বালানি আছে কি না পরীক্ষা করা, না থাকলে পরিমাণ মতো নেওয়া;

খ. রেডিয়েটর ও ব্যাটারিতে পানি আছে কি না পরীক্ষা করা, না থাকলে পরিমাণ মতো নেওয়া;

গ. ব্যাটারি কানেকশন পরীক্ষা করা;

ঘ. লুব/ইঞ্জিন অয়েলের লেবেল ও ঘনত্ব পরীক্ষা করা, কম থাকলে পরিমাণ মতো নেওয়া;

ঙ. মাস্টার সিলিন্ডারের ব্রেক ফ্লুইড, ব্রেক অয়েল পরীক্ষা করা, কম থাকলে নেওয়া;

চ. মোটরযানের ইঞ্জিন, লাইটিং সিস্টেম, ব্যাটারি, স্টিয়ারিং ইত্যাদি সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা, নাট-বোল্ট টাইট আছে কিনা অর্থাৎ সার্বিকভাবে মোটরযানটি ত্রুটিমুক্ত আছে কিনা পরীক্ষা করা;

ছ. ব্রেক ও ক্লাচের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা;

জ. অগ্নি-নির্বাপকযন্ত্র এবং ফাস্ট-এইড বক্স মোটরযানে রাখা;

ঝ. মোটরযানের বাইরের এবং ভিতরের বাতির অবস্থা, চাকা (টায়ার কন্ডিশন/হাওয়া/নাট/এলাইনমেন্ট/রোটেশন/স্পেয়ার চাকা) পরীক্ষা করা।

৪. প্রশ্ন: সার্ভিসিং বলতে কী বুঝায় এবং মোটরযান সার্ভিসিংয়ে কী কী কাজ করা হয়?

উত্তর: মোটরযানের ইঞ্জিন ও বিভিন্ন যন্ত্রাংশের কার্যক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য নির্দিষ্ট সময় পরপর যে-কাজগুলো করা হয়, তাকে সার্ভিসিং বলে। মোটরযান সার্ভিসিংয়ে করণীয় কাজ:

ক. ইঞ্জিনের পুরাতন লুব অয়েল (মবিল) ফেলে দিয়ে নতুন লুব অয়েল দেওয়া। নতুন লুব অয়েল দেওয়ার আগে ফ্লাশিং অয়েল দ্বারা ফ্লাশ করা।

খ. ইঞ্জিন ও রেডিয়েটরের পানি ড্রেন আউট করে ডিটারজেন্ট ও ফ্লাশিংগান দিয়ে পরিষ্কার করা, অতঃপর পরিষ্কার পানি দিয়ে পূর্ণ করা।

গ. ভারী মোটরযানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গ্রিজিং পয়েন্টে গ্রিজগান দিয়ে নতুন গ্রিজ দেওয়া।

ঘ. মোটরযানের স্পেয়ার হুইলসহ প্রতিটি চাকাতে পরিমাণমতো হাওয়া দেওয়া।

ঙ. লুব অয়েল (মবিল) ফিল্টার, ফুয়েল ফিল্টার ও এয়ারক্লিনার পরিবর্তন করা।

৫. প্রশ্ন: রাস্তার মোটরযানের কাগজপত্র কে কে চেক করতে পারেন/কোন কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে মোটরযানের কাগজ দেখাতে বাধ্য?

উত্তর: সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ধারা ১০৯ অনুযায়ী সাব-ইন্সপেক্টর বা সার্জেন্ট পদমর্যাদার নিচে নয় এমন কোনো পুলিশ অফিসার বা, ক্ষেত্রমত, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো মোটরযান পরিদর্শক বা অন্য কোনো ব্যক্তির চাহিদা মোতাবেক কোনো চালক মোটরযান থামাতে এবং মোটরযানের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রদর্শন করতে বাধ্য থাকবেন।

৬. প্রশ্ন: মোটরসাইকেলে হেলমেট পরিধান ও আরোহী বহন সম্পর্কে আইন কী?

উত্তর: চালক ব্যতীত মোটরসাইকেলে একজনের অধিক সহযাত্রী বহন করা যাবে না এবং চালক ও সহযাত্রী উভয়কে যথাযথভাবে হেলমেট ব্যবহার করতে হবে; [সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ধারা-৪৯ (চ)]।

৭. প্রশ্ন: সড়ক দুর্ঘটনার প্রধান কারণ কী কী?

উত্তর: অতিরিক্ত আত্নবিশ্বাস, খ. মাত্রাতিরিক্ত গতিতে মোটরযান চালানো, গ. অননুমোদিত ওভারটেকিং, ঘ. অতিরিক্ত যাত্রী ও মালামাল বহন, ইত্যাদি।

৮. প্রশ্ন: মোটরযান দুর্ঘটনায় পতিত হলে মোটরযান চালক, কন্ডাক্টর বা তাদের প্রতিনিধি'র করণীয় কী?

উত্তর: (১) কোনো সড়ক দুর্ঘটনা ঘটিলে সংশ্লিষ্ট মোটরযান চালক, কন্ডাক্টর বা তাদের প্রতিনিধি তাৎক্ষনিকভাবে দুর্ঘটনা সম্পর্কে নিকটস্থ থানা এবং ক্ষেত্রমত, ফায়ার সার্ভিস, চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র বা হাসপাতালকে অবহিত করবেন এবং আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির জীবন রক্ষার্থে দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিকটস্থ চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র বা হাসপাতালে প্রেরণ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(২) বাংলাদেশ পুলিশ দেশব্যাপী টোল ফ্রি টেলিফোন নম্বর প্রবর্তন করবে, যার মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনা কবলিত মোটরযানের চালক, কন্ডাক্টর, মালিক, প্রতিষ্ঠান বা পরিচালনাকারী বা তাদের প্রতিনিধি বা তাদের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি বা যাত্রী বা সড়ক দুর্ঘটনা প্রত্যক্ষকারী কোনো ব্যক্তি দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নম্বরে টেলিফোন করিয়া জরুরি উদ্ধার, চিকিৎসা ইত্যাদির জন্য তাৎক্ষণিক সহায়তা চাইতে পারবেন [সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ধারা-৬২ (১ ও ২)]।

৯. প্রশ্ন: (ক) মহাসড়কে যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী মোটরযানের সর্বোচ্চ গতিসীমা কত?

উত্তর: যাত্রীবাহী মোটরযানের সর্বোচ্চ গতি ঘন্টায় ৮০ কিলোমিটার এবং পণ্যবাহী মোটরযানের সর্বোচ্চ গতি ঘন্টায় ৬০ কিলোমিটার (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত মোতাবেক)।

প্রশ্ন: (খ) শীতকালে কুয়াশাচ্ছন্ন রাস্তায় ফগলাইট জ্বালানো অবস্থায় মোটরযানের সর্বোচ্চ গতিসীমা কত?

উত্তর: ঘন্টায় ৪০ কিলোমিটার (জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলের ২৪তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক)।

১০. প্রশ্ন: ড্রাইভিং লাইসেন্স কী?

উত্তর: ড্রাইভিং লাইসেন্স অর্থ কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণির মোটরযান চালাইবার জন্য কোনো ব্যক্তিকে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স।

১১. প্রশ্ন: পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স কাকে বলে?

উত্তর: পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ড্রাইভিং লাইসেন্স, যাহা দ্বারা কোনো ব্যক্তি একজন বেতনভোগী কর্মচারী হিসাবে মোটরযান বা গণপরিবহন চালাইবার অধিকারী হন।

১২. প্রশ্ন: ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন বয়স কত?

উত্তর: সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ধারা-৬ (২)(ক) অনুযায়ী অপেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্সের ক্ষেত্রে বয়স অন্যূন ১৮ (আঠার) বৎসর এবং পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্সের ক্ষেত্রে বয়স অন্যূন ২১ (একুশ) বৎসর।

১৩. প্রশ্ন: কোন কোন ব্যক্তি ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে?

উত্তর: সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ধারা-১২ (১) অনুযায়ী অসুস্থ, অপ্রকৃতিস্থ, শারীরিক বা মানসিকভাবে অক্ষম, মদ্যপ, অভ্যাসগত অপরাধী বা অন্য কোনো কারণে মোটরযান চালাইতে অযোগ্য হলে এমন ব্যক্তি।

১৪. প্রশ্ন: হালকা মোটরযান কাকে বলে?

উত্তর: হালকা মোটরযান অর্থ এইরূপ কোনো মোটরযান বা মোটরযান ও ট্রেইলারের কম্বিনেশন, যাহার নিবন্ধিত লেডেন ওজন, অথবা কোনো ট্রাক্টর বা রোড রোলার, যাহার আনলেডেন ওজন ৭৫০০ কিলোগ্রামের অধিক নহে।

১৫. প্রশ্ন: মধ্যম বা মাঝারি মোটরযান কাকে বলে?

উত্তর: "মধ্যম মোটরযান" অর্থ এইরুপ কোনো মোটরযান বা মোটরযান ও ট্রেইলারের কম্বিনেশন যাহার নিবন্ধিত লেডেন বা বোঝাইকৃত বা ভারসহ ওজন বা মোটরযানের ট্রেইল বা শ্রেণিবদ্ধ ওজন, অথবা কোনো লোকোমোটিভ বা রোড রোলার যাহার আনলেডেন বা ভারবিহীন বা অ-বোঝাইকৃত ওজন ৭৫০১ হইতে ১২০০০ কিলোগ্রাম।

১৬. প্রশ্ন: ভারী মোটরযান কাকে বলে?

উত্তর: ভারী মোটরযান অর্থ এইরুপ কোনো মোটরযান ও ট্রেইলরের কম্বিনেশন যাহার নিবন্ধিত লেডেন বা বোঝাইকৃত বা ভারসহ ওজন বা যাহার ট্রেইল বা শ্রেণিবদ্ধ ওজন, অথবা কোনো লোকোমোটিভ বা রোড রোলার যাহার আনলেডেন বা ভারবিহীন বা অ-বোঝাইকৃত ওজন ১২,০০০ (বারো হাজার) কিলোগ্রামের অধিক;

১৭. প্রশ্ন: গণপরিবহন কাকে বলে?

উত্তর: গণপরিবহন অর্থ ভাড়ার বিনিময়ে যাত্রী পরিবহণের জন্য ব্যবহৃত বা ব্যবহারের জন্য উপযোগী যে কোনো মোটরযান।

১৮. প্রশ্ন: ট্রাফিক সাইন বা রোড সাইন (চিহ্ন) প্রধানত কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর: ট্রাফিক সাইন বা চিহ্ন প্রধানত তিন প্রকার:

ক. বাধ্যতামূলক, যা প্রধানত বৃত্তাকৃতির হয়;

খ. সতর্কতামূলক, যা প্রধানত ত্রিভুজাকৃতির হয় এবং

গ. তথ্যমূলক, যা প্রধানত আয়তক্ষেত্রাকার হয়।

১৯. প্রশ্ন: লাল বৃত্তাকার সাইন কী নির্দেশনা প্রদর্শন করে?

উত্তর: নিষেধ বা করা যাবে না, অবশ্যবর্জনীয় নিদের্শনা প্রদর্শন করে।

২০. প্রশ্ন: নীল বৃত্তাকার সাইন কী নির্দেশনা প্রদর্শন করে?

উত্তর: করতে হবে বা অবশ্যপালনীয় নির্দেশনা প্রদর্শন করে।

২১. প্রশ্ন: লাল ত্রিভুজাকৃতির সাইন কী নির্দেশনা প্রদর্শন করে?

উত্তর: সতর্ক হওয়ার নির্দেশনা প্রদর্শন করে।

২২. প্রশ্ন: নীল রঙের আয়তক্ষেত্র কোন ধরনের সাইন?

উত্তর: সাধারণ তথ্যমূলক সাইন।

২৩. প্রশ্ন: সবুজ রঙের আয়তক্ষেত্র কোন ধরণের সাইন?

উত্তর: পথনির্দেশক তথ্যমূলক সাইন, যা জাতীয় মহাসড়কে ব্যবহৃত হয়।

২৪. প্রশ্ন: কালো বর্ডারের সাদা রঙের আয়তক্ষেত্র কোন ধরনের সাইন?

উত্তর: এটিও পথনির্দেশক তথ্যমূলক সাইন, যা মহাসড়ক ব্যতীত অন্যান্য সড়কে ব্যবহৃত হয়।

২৫. প্রশ্ন: ট্রাফিক সিগন্যাল বা সংকেত কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর: ৩ (তিন) প্রকার। যেমন- ক. বাহুর সংকেত, খ. আলোর সংকেত ও গ. শব্দ সংকেত।

২৬. প্রশ্ন: ট্রাফিক লাইট সিগন্যালের চক্র বা অনুক্রম (Sequence) গুলি কী কী?

উত্তর: লাল-সবুজ-হলুদ এবং পুনরায় লাল।

২৭. প্রশ্ন: লাল, সবুজ ও হলুদ বাতি কী নির্দেশনা প্রর্দশন করে?

উত্তর: লাল বাতি জ্বললে মোটরযানকে **'থামুন লাইন'** এর পেছনে থামায়ে অপেক্ষা করতে হবে, সবুজ বাতি জ্বললে মোটরযান নিয়ে অগ্রসর হওয়া যাবে এবং হলুদ বাতি জ্বললে মোটরযানকে থামানোর জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে।

২৮. প্রশ্ন: নিরাপদ দূরত্ব বলতে কী বুঝায়?

উত্তর: সামনের মোটরযানের সাথে সংঘর্ষ এড়াতে পেছনের মোটরযানকে নিরাপদে থামানোর জন্য যে পরিমাণ দূরত্ব বজায় রেখে মোটরযান চালাতে হয় সেই পরিমাণ নিরাপদ দূরত্ব বলে।

২৯. প্রশ্ন: পাকা ও ভালো রাস্তায় ৫০ কিলোমিটার গতিতে মোটরযান চললে নিরাপদ দূরত্ব কত হবে?

উত্তর: ২৫ মিটার।

৩০. প্রশ্ন: পাকা ও ভালো রাস্তায় ৫০ মাইল গতিতে মোটরযান চললে নিরাপদ দূরত্ব কত হবে?

উত্তর: ৫০ গজ বা ১৫০ ফুট।

৩১. প্রশ্ন: লাল বৃত্তে ৫০ কি.মি. লেখা থাকলে কী বুঝায়?

উত্তর: মোটরযানের সর্বোচ্চ গতিসীমা ঘণ্টায় ৫০ কি.মি. অর্থাৎ ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটারের বেশি গতিতে মোটরযান চালানো যাবে না।

৩২. প্রশ্ন: নীল বৃত্তে ঘণ্টায় ৫০ কি.মি. লেখা থাকলে কী বুঝায়?

উত্তর: সর্বনিম্ন গতিসীমা ঘণ্টায় ৫০ কি. মি. অর্থাৎ ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটারের কম গতিতে মোটরযান চালানো যাবে না।

৩৩. প্রশ্ন: লাল বৃত্তের মধ্যে হর্ণ আঁকা থাকলে কী বুঝায়?

উত্তর: হর্ণ বাজানো নিষেধ।

৩৪. প্রশ্ন: লাল বৃত্তের ভিতরের একটি বড় বাসের ছবি থাকলে কী বুঝায়?

উত্তর: বড় বাস প্রবেশ নিষেধ।

৩৫. প্রশ্ন: লাল বৃত্তে একজন চলমান মানুষের ছবি আঁকা থাকলে কী বুঝায়?

উত্তর: পথচারী পারাপার নিষেধ।

৩৬. প্রশ্ন: লাল ত্রিভুজে একজন চলমান মানুষের ছবি আঁকা থাকলে কী বুঝায়?

উত্তর: সামনে পথচারী পারাপার, তাই সাবধান হতে হবে।

৩৭. প্রশ্ন: লাল বৃত্তের ভিতর একটি লাল ও একটি কালো মোটরযান থাকলে কী বুঝায়?

উত্তর: ওভারটেকিং নিষেধ।

৩৮. প্রশ্ন: কোন কোন স্থানে মোটরযানের হর্ণ বাজানো নিষেধ?

উত্তর: নীরব এলাকায় মোটরযানের হর্ণ বাজানো নিষেধ। হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠানসমূহের চতুর্দিকে ১০০ মিটার পর্যন্ত এলাকা নীরব এলাকা হিসাবে চিহ্নিত।

৩৯. প্রশ্ন: ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ এর ধারা-৪ অনুযায়ী পাবলিক পরিবহনে ধূমপান করলে শাস্তি কি?

উত্তর: কোনো ব্যক্তি পাবলিক পরিবহনে ধূমপান করিলে তিনি অনধিক তিনশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ বা একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দণ্ডের দ্বিগুন হারে দণ্ডনীয় হইবেন।

৪০. প্রশ্ন: কোন কোন স্থানে ওভারটেক করা নিষেধ?

উত্তর: ক. ওভারটেকিং নিষেধ সম্বলিত সাইন থাকে এমন স্থানে,
খ. জাংশনে, গ. ব্রিজ/কালভার্ট ও তার আগে পরে নির্দিষ্ট দূরত্ব,
ঘ. সরু রাস্তায়, ঙ. হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এলাকায়।

৪১. প্রশ্ন: কোন কোন স্থানে মোটরযান পার্কিং করা নিষেধ?

উত্তর: ক. যেখানে পার্কিং নিষেধ বোর্ড আছে এমন স্থানে, খ. জাংশনে,
গ. ব্রিজ/কালভার্টের ওপর, ঘ. সরু রাস্তায়, ঙ. হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এলাকায়,
চ. পাহাড়ের ঢালে ও ঢালু রাস্তায়, ফুটপাত, পথচারী পারাপার এবং তার আশেপাশে,
ছ. বাস স্টপেজ ও তার আশেপাশে এবং জ. রেলক্রসিং ও তার আশেপাশে।

৪২. প্রশ্ন: মোটরযান রাস্তার কোনপাশ দিয়ে চলাচল করবে?

উত্তর: মোটরযান রাস্তার বামপাশ দিয়ে চলাচল করবে। যে-রাস্তায় একাধিক লেন থাকবে সেখানে বামপাশের লেনে ধীর গতির মোটরযান, আর ডানপাশের লেনে দ্রুত গতির মোটরযান চলাচল করবে।

৪৩. প্রশ্ন: কখন বামদিক দিয়ে ওভারটেক করা যায়?

উত্তর: যখন সামনের মোটরযান চালক ডানদিকে মোড় নেওয়ার ইচ্ছায় যথাযথ সংকেত দিয়ে রাস্তার মাঝামাঝি স্থানে যেতে থাকবেন, তখনই পেছনের মোটরযানের চালক বামদিক দিয়ে ওভারটেক করবেন।

৪৪. প্রশ্ন: চলন্ত অবস্থায় সামনের মোটরযানকে অনুসরণ করার সময় কী কী বিষয় লক্ষ্য রাখা উচিত?

উত্তর: (ক) সামনের মোটরযানের গতি (স্পিড), (খ) সামনের মোটরযান থামার সংকেত দিচ্ছে কি না, (গ) সামনের মোটরযান ডানে/বামে ঘুরার সংকেত দিচ্ছে কি না, (ঘ) সামনের মোটরযান হতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় থাকছে কি না।

৪৫. প্রশ্ন: রাস্তার পাশে সতর্কতামূলক "স্কুল/শিশু" সাইন বোর্ড থাকলে চালকের করণীয় কী?

উত্তর: (ক) মোটরযানের গতি কমিয়ে রাস্তার দু-পাশে ভালোভাবে দেখে-শুনে সতর্কতার সাথে অগ্রসর হতে হবে।
(খ) রাস্তা পারাপারের অপেক্ষায় কোনো শিশু থাকলে তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৪৬. প্রশ্ন: মোটরযানের গতি কমানোর জন্য চালক হাত দিয়ে কীভাবে সংকেত দিবেন?

উত্তর: চালক তাঁর ডানহাত মোটরযানের জানালা দিয়ে সোজাসুজি বের করে ধীরে ধীরে উপরে-নীচে উঠানামা করাতে থাকবেন।

৪৭. প্রশ্ন: লেভেলক্রসিং বা রেলক্রসিং কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর: লেভেলক্রসিং বা রেলক্রসিং ২ (দুই) প্রকার।

(ক) রক্ষিত রেলক্রসিং বা পাহারাদার নিয়ন্ত্রিত রেলক্রসিং, (খ) অরক্ষিত রেলক্রসিং বা পাহারাদারবিহীন রেলক্রসিং।

৪৮. প্রশ্ন: রক্ষিত লেভেলক্রসিংয়ে চালকের কর্তব্য কী?

উত্তর: মোটরযানের গতি কমিয়ে সতর্কতার সাথে সামনে আগাতে হবে। যদি রাস্তার বন্ধ থাকে, তাহলে মোটরযান থামাতে হবে, আর খোলা থাকলে ডানে-বামে ভালোভাবে দেখে অতিক্রম করতে হবে।

৪৯. প্রশ্ন: অরক্ষিত লেভেল ক্রসিংয়ে চালকের কর্তব্য কী ?

উত্তর: মোটরযানের গতি একদম কমিয়ে সতর্কতার সাথে সামনে আগাতে হবে, প্রয়োজনে লেভেল ক্রসিংয়ের নিকট থামাতে হবে। এরপর ডানে-বামে দেখে নিরাপদ মনে হলে অতিক্রম করতে হবে।

৫০. প্রশ্ন: বিমানবন্দরের কাছে চালককে সতর্ক থাকতে হবে কেন?

উত্তর: (ক) বিমানের প্রচন্ড শব্দে মোটরযানের চালক হঠাৎ বিচলিত হতে পারেন; (খ) সাধারণ শ্রবণ ক্ষমতার ব্যাঘাত ঘটতে পারে; (গ) বিমানবন্দরে ভিভিআইপি বেশি চলাচল করে বিধায় এই বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয়।

৫১. প্রশ্ন: মোটরসাইকেল চালক ও আরোহীর হেলমেট ব্যবহার করা উচিত কেন?

উত্তর: মানুষের মাথা শরীরের অন্যান্য অঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ। এখানে সামান্য আঘাত লাগলেই মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে। তাই দুর্ঘটনার হাত থেকে মানুষের মাথাকে রক্ষা করার জন্য গুণগতমান সম্পন্ন হেলমেট ব্যবহার করা উচিত।

৫২. প্রশ্ন: মোটরযানের পেছনের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য কতক্ষণ পর পর লুকিং গ্লাস দেখতে হবে ?

উত্তর: প্রতি মিনিটে ৬ থেকে ৮ বার।

৫৩. প্রশ্ন: পাহাড়ি রাস্তায় কী কী সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় ?

উত্তর: সামনের মোটরযান থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে ১ নং গিয়ারে বা ফার্স্ট গিয়ারে সতর্কতার সাথে ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে হবে। পাহাড়ের চূড়ার কাছে গিয়ে আরো ধীরে উঠতে হবে, কারণ চূড়ায় দৃষ্টিসীমা অত্যন্ত সীমিত। নিচে নামার সময় মোটরযানের গতি ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে বিধায় সামনের মোটরযান থেকে বাড়তি দূরত্ব বজায় রেখে নামতে হবে। ওঠা-নামার সময় কোনোক্রমেই ওভারটেকিং করা যাবে না।

৫৪. প্রশ্ন: বৃষ্টির মধ্যে মোটরযানের চালনার বিষয়ে কী কী সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় ?

উত্তর: বৃষ্টির সময় রাস্তা পিচ্ছিল থাকায় ব্রেক কম কাজ করে। এই কারণে বাড়তি সতর্কতা হিসাবে ধীর গতিতে (সাধারণ গতির চেয়ে অর্ধেক গতিতে) মোটরযান চালাতে হবে, যাতে ব্রেক প্রয়োগ করে অতি সহজেই মোটরযান থামানো যায়। অর্থাৎ ব্রেক প্রয়োগ করে মোটরযান যাতে অতি সহজেই থামানো বা নিয়ন্ত্রণ করা যায়, সেইরূপ ধীর গতিতে বৃষ্টির মধ্যে মোটরযান চালাতে হবে।

৫৫. প্রশ্ন: ব্রিজে ওঠার পূর্বে একজন চালকের করণীয় কী?

উত্তর: ব্রিজ বিশেষ করে উঁচু ব্রিজের অপরপ্রান্ত থেকে আগত মোটরযান সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না বিধায় ব্রিজে ওঠার পূর্বে সতর্কতার সাথে মোটরযানের গতি কমিয়ে উঠতে হবে। তাছাড়া, রাস্তার তুলনায় ব্রিজের প্রস্থ অনেক কম হয় বিধায় ব্রিজে কখনো ওভারটেকিং করা যাবে না।

৫৬. প্রশ্ন: পার্শ্ব রাস্তা থেকে প্রধান রাস্তার প্রবেশ করার সময় কী কী সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়?

উত্তর: পার্শ্ব রাস্তা বা ছোট রাস্তা থোকে প্রধান রাস্তার প্রবেশ করার আগে মোটরযানের গতি কমায়ে, প্রয়োজনে থামায়ে, প্রধান রাস্তার মোটরযানকে নির্বিঘ্নে আগে যেতে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রধান সড়কে মোটরযানের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে সুযোগমত সতর্কতার সাথে প্রধান রাস্তায় প্রবেশ করতে হবে।

৫৭. প্রশ্ন: রাস্তার ওপর প্রধানত কী কী ধরনের রোডমার্কিং অঙ্কিত থাকে?

উত্তর: রাস্তার ওপর প্রধানত ৩ ধরনের রোডমার্কিং অঙ্কিত থাকে।

ক. ভাঙালাইন, যা অতিক্রম করা যায়;

খ. একক অখন্ডলাইন, যা অতিক্রম করা নিষেধ, তবে প্রয়োজন বিশেষ অতিক্রম করা যায়;

গ. দ্বৈত অখন্ডলাইন, যা অতিক্রম করা নিষেধ এবং আইনত দন্ডনীয়। এই ধরনের লাইন দিয়ে ট্রাফিক আইল্যান্ড বা রাস্তার বিভক্তি বুঝায়।

৫৮. প্রশ্ন: জেব্রা ক্রসিংয়ে চালকের কর্তব্য কী?

উত্তর: জেব্রা ক্রসিংয়ে পথচারীদের অবশ্যই আগে যেতে দিতে হবে এবং পথচারী যখন জেব্রা ক্রসিং দিয়ে পারাপার হবে তখন মোটরযানকে অবশ্যই তার আগে থামাতে হবে। জেব্রা ক্রসিংয়ের ওপর মোটরযানকে থামানো যাবে না বা রাখা যাবে না।

৫৯. প্রশ্ন: কোন কোন মোটরযানকে ওভারটেক করার সুযোগ দিতে হবে?

উত্তর: যে মোটরযানের গতি বেশি, অ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার সার্ভিস ইত্যাদি জরুরি সার্ভিস, ভিভিআইপি মোটরযান ইত্যাদিকে।

৬০. প্রশ্ন: হেড লাইট ফ্লাশিং বা আপার ডিপার ব্যবহারের নিয়ম কী?

উত্তর: শহরের মধ্যে সাধারণত ‘লো বিম বা ডিপার বা মৃদু বিম’ ব্যবহার করা হয়। রাতে কাছাকাছি মোটরযান না থাকলে অর্থাৎ বেশিদূর পর্যন্ত দেখার জন্য হাইওয়ে ও শহরের বাইরের রাস্তার ‘হাই আপার বা তীক্ষ্ম বিম’ ব্যবহার করা হয়। তবে, বিপরীত দিক থেকে আগত মোটরযান ১৫০ মিটারের মধ্যে চলে আসলে হাই বিম নিভিয়ে লো বিম জ্বালাতে হবে। অর্থাৎ বিপরীত দিক হতে আগত কোনো মোটরযানকে পার হওয়ার সময় লো বিম জ্বালাতে হবে।

৬১. প্রশ্ন: মোটরযানের ব্রেক ফেল করলে করণীয় কী?

উত্তর: মোটরযানের ব্রেক ফেল করলে প্রথমে অ্যাক্সিলারেটর থেকে পা সরিয়ে নিতে হবে। ম্যানুয়াল গিয়ার মোটরযানের ক্ষেত্রে গিয়ার পরিবর্তন করে প্রথমে দ্বিতীয় গিয়ার ও পরে প্রথম গিয়ার ব্যবহার করতে হবে। এর ফলে মোটরযানের গতি অনেক কমে যাবে। এই পদ্ধতিতে মোটরযান থামানো সম্ভব না হলে রাস্তার আইল্যান্ড, ডিভাইডার, ফুটপাত বা সুবিধামত অন্যকিছুর সাথে ঠেকিয়ে মোটরযান থামাতে হবে। ঠেকানোর সময় যানমালের ক্ষয়ক্ষতি যেনো না হয় বা কম হয় সেইদিকে সজাগ থাকতে হবে।

৬২. প্রশ্ন: মোটরযানের চাকা ফেটে গেলে করণীয় কী?

উত্তর: মোটরযানের চাকা ফেটে গেলে মোটরযান নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে। এই সময় মোটরযানের চালককে স্টিয়ারিং দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে হবে এবং অ্যাক্সিলারেটর থেকে পা সরিয়ে ক্রমান্বয়ে গতি কমিয়ে আস্তে আস্তে ব্রেক করে মোটরযান থামাতে হবে। চলন্ত অবস্থায় মোটরযানের চাকা ফেটে গেলে সাথে সাথে ব্রেক করা যাবে না। এতে মোটরযান নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে।

৬৩. প্রশ্ন: হ্যাজার্ড বা বিপদ সংকেত বাতি কী?

উত্তর: প্রতিটি মোটরযানের সামনে ও পিছনে উভয় পাশের কর্ণারে একজোড়া করে মোট দুজোড়া ইন্ডিকেটর বাতি থাকে। এই চারটি ইন্ডিকেটর বাতি সবগুলো একসাথে জ্বললে এবং নিভলে তাকে হ্যাজার্ড বা বিপদ সংকেত বাতি বলে। বিপজ্জনক মুহূর্তে, মোটরযান বিকল হলে এবং দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় এই বাতিগুলো ব্যবহার করা হয়।

৬৪. প্রশ্ন: মোটরযানের ড্যাশবোর্ডে কী কী ইন্সট্রুমেন্ট থাকে?

উত্তর: ক. স্পিডোমিটার- মোটরযান কত বেগে চলছে তা দেখায়;

খ. ওডেমিটার- তৈরির প্রথম থেকে মোটরযান কত কিলোমিটার বা মাইল চলছে তা দেখায়;

গ. ট্রিপমিটার- এক ট্রিপে মোটরযান কত কিলোমিটার/মাইল চলে তা দেখায়;

ঘ. টেম্পারেচার গেজ- ইঞ্জিনের তাপমাত্রা দেখায়;

ঙ. ফুয়েল গেজ-মোটরযানের তেলের পরিমাণ দেখায়।

৬৫. প্রশ্ন: মোটরযানে কী কী লাইট থাকে?

উত্তর: ক. হেড লাইট, খ. পার্ক লাইট, গ. ব্রেক লাইট , ঘ. রিভার্স লাইট ঙ. ইন্ডিকেটর লাইট, চ. ফগ লাইট এবং ছ. নম্বরপ্লেট লাইট।

৬৬. প্রশ্ন: পাহাড়ি ও ঢাল/চূড়াযুক্ত রাস্তায় মোটরযান কোন গিয়ারে চালাতে হয়?

উত্তর: ফার্স্ট গিয়ারে। কারণ ফার্স্ট গিয়ারে মোটরযান চালানোর জন্য ইঞ্জিনের শক্তি বেশি প্রয়োজন হয়।

৬৭. প্রশ্ন: মোটরযানের সামনে ও পিছনে লাল রঙের ইংরেজি “L” অক্ষরটি বড় আকারে লেখা থাকলে এর দ্বারা কী বুঝায়?

উত্তর: এটি একটি শিক্ষানবিশ ড্রাইভার চালিত মোটরযান। এই মোটরযান হতে সাবধান থাকতে হবে।

৬৮. প্রশ্ন: শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স দিয়ে মোটরযান চালানো বৈধ কী ?

উত্তর: ইনসট্রাক্টরের উপস্থিতিতে ডুয়েল সিস্টেম (ডাবল স্টিয়ারিং ও ব্রেক) সম্বলিত মোটরযান নিয়ে সামনে ও পিছনে “L” লেখা প্রদর্শন করে নির্ধারিত এলাকায় চালানো বৈধ।

৬৯. প্রশ্ন: ফোর হুইল ড্রাইভ মোটরযান বলতে কী বুঝায়?

উত্তর: সাধারণত ইঞ্জিন হতে মোটরযানের পেছনের দু-চাকায় পাওয়ার (ক্ষমতা) সরবরাহ হয়ে থাকে। বিশেষ প্রয়োজনে যে মোটরযানের চারটি চাকায় (সামনের ও পিছনের) পাওয়ার সরবরাহ করা হয়, তাকে ফোর হুইল ড্রাইভ মোটরযান বলে।

৭০. প্রশ্ন: ফোর হুইল ড্রাইভ কখন প্রয়োগ করতে হয়?

উত্তর: ভালো রাস্তাতে চলার সময় শুধুমাত্র পেছনের দু-চাকাতে ড্রাইভ দেওয়া হয়। কিন্তু পিচ্ছিল, কর্দমাক্ত রাস্তায় চলার সময় চার চাকাতে ড্রাইভ দিতে হয়।

৭১. প্রশ্ন: টুলবক্স কী ?

উত্তর: টুলবক্স হচ্ছে যন্ত্রপাতির বক্স, যা মোটরযানের সঙ্গে রাখা হয়। মোটরযান জরুরি মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল টুলবক্সে রাখা হয়।

৭২. প্রশ্ন: ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যতীত মোটরযান চালালে বা চালানো অনুমতি দিলে শাস্তি কী ?

উত্তর: অনধিক ৬ (ছয়) মাসের কারাদণ্ড বা অনধিক ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হবেন (সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ধারা-৬৬)

৭৩. প্রশ্ন: নির্ধারিত শব্দমাত্রার অতিরিক্ত উচ্চমাত্রার কোনরূপ শব্দ সৃষ্টি বা হর্ণ বাজানো বা কোনো যন্ত্র, যন্ত্রাংশ বা হর্ণ মোটরযানে স্থাপন করলে শাস্তি কী?

উত্তর: তিনি অনধিক ৩ (তিন) মাসের কারাদন্ড বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং চালকের ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত হিসেবে দোষসূচক ১ (এক) পয়েন্ট কর্তন হইবে (সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ধারা-৮৮)।

৭৪. প্রশ্ন: সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ অনুযায়ী (ক) রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, (খ) ফিটনেস সার্টিফিকেট (গ) ট্যাক্স টোকেন ও (ঘ) রুটপারমিট ব্যতীত মোটরযান চালালে বা চালানোর অনুমতি দিলে শাস্তি কী ?

উত্তর: (ক) ধারা-৭২ অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি মোটরযান রেজিস্ট্রেশন ব্যতীত মোটরযান চালনা করলে অনধিক ৬ (ছয়) মাসের কারাদণ্ড, বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন;

(খ) ধারা-৭৫ অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি মোটরযানের ফিটনেস সনদ ব্যতীত বা মেয়াদউত্তীর্ণ ফিটনেস সনদ ব্যবহার করে মোটরযান চালনা করলে অনধিক ৬ (ছয়) মাসের কারাদণ্ড, বা অনধিক ২৫(পঁচিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

(গ) ধারা-৭৬ অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি ট্যাক্স-টোকেন ব্যতীত বা মেয়াদউত্তীর্ণ ট্যাক্স-টোকেন ব্যবহার করে মোটরযান চালনা করলে অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

(ঘ) ধারা-৭৭ অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি রুট পারমিট ব্যতীত পাবলিক প্লেসে মোটরযান চালনা করলে অনধিক ৩ (তিন) মাসের কারাদণ্ড, বা অনধিক ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

৭৫. প্রশ্ন: সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ অনুযায়ী মদ্যপ বা মাতাল অবস্থায় মোটরযান চালনার শাস্তি কী?

উত্তর: অনধিক ৩ (তিন) মাসের কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং চালকের ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত হিসাবে দোষসূচক ১ (এক) পয়েন্ট কর্তন হবে (সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ধারা-৯২)।

৭৬. প্রশ্ন: নির্ধারিত গতির চেয়ে অধিক বা দ্রুত গতিতে (over speed) মোটরযান চালনার শাস্তি কী ?

উত্তর: অনধিক ৩ (তিন) মাসের কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং চালকের ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত হিসাবে দোষসূচক ১ (এক) পয়েন্ট কর্তন হবে (সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ধারা-৮৭)।

৭৭. প্রশ্ন: ওভারলোডিং বা নিয়ন্ত্রণহীনভাবে মোটরযান চালনার ফলে দুর্ঘটনায় জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতিসাধনের শাস্তি কী ?

উত্তর: অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ০৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং আদালত অর্থদণ্ডের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে প্রদানের নির্দেশ প্রদান করতে পারবে (সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ধারা-৯৮)।

৭৮. প্রশ্ন : কোনো মোটরযান সরকার নির্ধারিত মাত্রার অতিরিক্ত পরিবেশ দূষণকারী ধোঁয়া নির্গমন বা অন্য কোনো প্রকার নিঃসরণ বা নির্গমন করলে উক্ত মোটরযান চালক বা মালিক বা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শাস্তি কী?

উত্তর: অনধিক ৩ (তিন) মাসের কারাদণ্ড বা অনধিক ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং চালকের ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত হিসাবে দোষসূচক ১ (এক) পয়েন্ট কর্তন হবে (সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ধারা-৮৯(১)।

৭৯. প্রশ্ন: ত্রুটিপূর্ণ, ঝুঁকিপূর্ণ বা নিষিদ্ধ ঘোষিত বা বিধি-নিষেধ আরোপকৃত বা সড়ক বা মহাসড়কে চলাচলের অনুপযোগী কোনো মোটরযান চালনা বা চালনার অনুমতি প্রদানের শাস্তি কী?

উত্তর: অনধিক ৩ (তিন) মাসের কারাদণ্ড বা অনধিক ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং চালকের ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত হিসাবে দোষসূচক ১ (এক) পয়েন্ট কর্তন হবে (সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ধারা-৮৯(২)।

৮০. প্রশ্ন: গণপরিবহনে ভাড়ার চার্ট প্রদর্শন ও নির্ধারিত ভাড়ার অতিরিক্ত ভাড়া দাবী বা আদায় করলে শাস্তি কী?

উত্তর: অনধিক ১ (এক) মাসের কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং চালকের ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত হিসাবে দোষসূচক ১ (এক) পয়েন্ট কর্তন হবে (সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ধারা-৮০)।

৮১. প্রশ্ন: কোনো মহাসড়ক, সড়ক, ফুটপাত, ওভারপাস বা আন্ডারপাসে মোটরযান মেরামতের নামে যন্ত্রাংশ বা মালামাল রেখে বা দোকান বসিয়ে বা অন্য কোনোভাবে দ্রব্যাদি রেখে মোটরযান বা পথচারী চলাচলে বাধা সৃষ্টি করলে শাস্তি কী?

উত্তর: অনধিক ৩ (তিন) মাসের কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং চালকের ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত হিসাবে দোষসূচক ১ (এক) পয়েন্ট কর্তন হবে (সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ধারা-৯২)।

৮২. প্রশ্ন: মোটরযান রাস্তায় চলার সময় হঠাৎ ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেলে প্রথমে কী চেক করতে হবে ?

উত্তর: ফুয়েল বা জ্বালানি আছে কিনা তা চেক করতে হবে।

৮৩. প্রশ্ন: পেট্রোল ইঞ্জিন স্টার্ট করতে ব্যর্থ হলে কোন দুটি প্রধান বিষয় চেক করতে হয় ?

উত্তর: (ক) প্লাগ পয়েন্টে ঠিকভাবে স্পার্ক হচ্ছে কিনা চেক করতে হয়;

(খ) কার্বুরেটরে পেট্রোল যাচ্ছে কিনা চেক করতে হয়।

৮৪. প্রশ্ন: ফুয়েল ও অয়েল বলতে কী বুঝায় ?

উত্তর: ফুয়েল বলতে জ্বালানি অর্থাৎ পেট্রোল, অকটেন,সিএনজি, এলএনজি, ডিজেল ইত্যাদি বুঝায় এবং অয়েল বলতে লুব্রিকেটিং অয়েল বা লুব অয়েল বা মবিল বুঝায়।

৮৫. প্রশ্ন: লুব অয়েল (মবিল) এর কাজ কী ?

উত্তর: ইঞ্জিনের বিভিন্ন ওয়ার্কিং পার্টস (যন্ত্রাংশ) সমূহকে ঘুরতে বা নড়াচড়া করতে সাহায্য করা, ক্ষয় হতে রক্ষা করা এবং ইঞ্জিন পার্টসসমূহকে ঠান্ডা ও পরিস্কার রাখা মবিলের কাজ।

৮৬. প্রশ্ন: কম মবিল বা লুব অয়েলে ইঞ্জিন চালালে কী ক্ষতি হয়?

উত্তর: বিয়ারিং অত্যাধিক গরম হয়ে গলে যেতে পারে এবং পিস্টন সিলিন্ডার জ্যাম বা সিজড্ হতে পারে।

৮৭. প্রশ্ন: লুব অয়েল (মবিল) কেন এবং কখন বদলানো উচিত?

উত্তর: দীর্ঘদিন ব্যবহারে মবিলে ইঞ্জিনের কার্বন, ক্ষয়িত ধাতু, ফুয়েল, পানি ইত্যাদি জমার কারণে এর গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায় বিধায় মবিল বদলাতে হয়। মোটরযান প্রস্তুতকারক প্রদত্ত ম্যানুয়াল/হ্যান্ডবুকের নির্দেশ মোতাবেক নির্দিষ্ট মাইল/কিলোমিটার চলার পর মবিল বদলাতে হয়।

৮৮. প্রশ্ন: ইঞ্জিনে অয়েল (মবিল) এর পরিমাণ কিসের সাহায্য পরীক্ষা করা হয়?

উত্তর: ডিপস্টিক এর সাহায্যে।

৮৯. প্রশ্ন: টায়ার প্রেসার বেশি বা কম হলে কী অসুবিধা হয়?

উত্তর: টায়ার প্রেসার বেশি বা কম হওয়া কোনটিই ভালো নয়। টায়ার প্রেসার বেশি হলে মাঝখানে বেশি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, আবার টায়ার প্রেসার কম হলে দু-পাশে বেশি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ফলে টায়ার তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়।

৯০. প্রশ্ন: কোন নির্দিষ্ট টায়ারের প্রেসার কত হওয়া উচিত তা কীভাবে জানা যায় ?

উত্তর: টায়ারের আকার (size), ধরণ (type) ও লোড (বোঝা) বহন ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে প্রস্তুতকারক কর্তৃক সঠিক প্রেসার নির্ধারণ করা হয়, যা প্রস্তুতকারকের হ্যান্ডবুক/ম্যানুয়ালে উল্লেখ থাকে।

৯১. প্রশ্ন: টায়ার রোটেশন কী?

উত্তর: বিভিন্ন কারণে মোটরযানের সবগুলো টায়ারের ক্ষয় সমহারে হয় না। মোটরযানের চাকাগুলোর ক্ষয়ের সমতা রক্ষার জন্য একদিকের টায়ার খুলে অপরদিকে কিংবা সামনের টায়ার খুলে পেছনে লাগানোকে অর্থাৎ টায়ারের স্থান পরিবর্তন করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লাগানোর পদ্ধতিকেই টায়ার রোটেশন বলে। এর ফলে টায়ারের আয়ু বহুলাংশে বেড়ে যায়। উল্লেখ্য, লোয়ার সাইজের স্পেয়ার চাকা কখনো সামনে লাগানো উচিত নয়।

৯২. প্রশ্ন: ব্যাটারির কাজ কী ?

উত্তর: ক. ইঞ্জিনকে চালু করতে সহায়তা করা;

খ. পেট্রোল ইঞ্জিনের ইগনিশন সিস্টেমে কারেন্ট সরবরাহ করা;

গ. সকল প্রকার লাইট জ্বালাতে এবং মিটারসমূহ চালাতে সহায়তা করা;

ঘ. হর্ণ বাজাতে সাহায্য করা।

৯৩. প্রশ্ন: নিয়মিত ব্যাটারির কী পরীক্ষা করা উচিত ?

উত্তর: পানির লেভেল।

৯৪. প্রশ্ন: সময় ও প্রয়োজনমতো ব্যাটারিতে ডিস্টিল্ড ওয়াটার না দিলে কী হয় ?

উত্তর: ব্যাটারির ক্যাপাসিটি কমে যায় এবং প্লেট নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

৯৫. প্রশ্ন: ব্যাটারির টার্মিনাল হতে মরিচা দূর করা হয় কেন?

উত্তর: মরিচা সন্তোষজনক বৈদ্যুতিক সংযোগ বাধা দেয় এবং কালক্রমে টার্মিনালের ভিতর দিয়ে মরিচা পড়ে ও সম্পূর্ণ টার্মিনাল নষ্ট হয়ে যায়।

৯৬. প্রশ্ন: মরিচা পরিষ্কার করার পর টার্মিনালে কী করা উচিত?

উত্তর: গ্রিজ লাগানো উচিত।

৯৭. প্রশ্ন: মোটরযানে ব্যবহৃত ব্যাটরির ভোল্টেজ কত থাকে?

উত্তর: ৬ ভোল্ট এবং ১২ ভোল্ট থাকে। (বড় ট্রাকে এবং বাসে ২৪ ভোল্টের ব্যাটারিও ব্যবহৃত হয়ে থাকে)।

পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্সের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রশ্ন ও উত্তর

১. প্রশ্ন: পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স কাকে বলে?

উত্তর: পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ড্রাইভিং লাইসেন্স, যাহা দ্বারা কোনো ব্যক্তি একজন বেতনভোগী কর্মচারী হিসাবে মোটরযান বা গণপরিবহণ চালাইবার অধিকারী হন।

২. প্রশ্ন: চ্যাচিস কী?

উত্তর: চ্যাসিস অর্থ মোটরযানের প্রধান কার্যকরী অংশ বা ফ্রেম বা ভিত্তি কাঠামো যাহার উপর মোটরযানের প্রধান যন্ত্রাংশ ও বডি সংযুক্ত থাকে এবং যাহা মোটরযান শনাক্তকারী ইউনিক নম্বর বহন করে।

৩. প্রশ্ন: গণপরিবহন কাকে বলে?

উত্তর: গণপরিবহন অর্থ ভাড়ার বিনিময়ে যাত্রী পরিবহণের জন্য ব্যবহৃত বা ব্যবহারের জন্য উপযোগী যে কোনো মোটরযান।

৪. প্রশ্ন: বাস কী?

উত্তর: বাস অর্থ এইরুপ যাত্রীবাহী মোটরযান যাহার হুইল বেইজ অন্যূন ৪৯০০ মিলিমিটার, এবং আর্টিকুলেটেড বাসও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৫. প্রশ্ন: প্রাইম মুভার কী?

উত্তর: প্রাইম মুভার অর্থ এইরুপ কোনো মোটরযান যাহা ট্রেইলর বা অন্য কোনো মোটরযান টানিয়া লইবার জন্য নির্মিত বা অভিযোজিত, তবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ব্যতীত নিজে কোনো ভার বহনের জন্য নির্মিত নয়।

৬. প্রশ্ন: একজন পেশাদার চালক দৈনিক কত ঘণ্টা চালাবে বা মোটরযানে কর্মঘণ্টা কত?

উত্তর: একটানা ৫ ঘণ্টার বেশি নয়। অতঃপর ন্যূনতম ৩০ মিনিট বিশ্রাম বা বিরতি দিয়ে আবার ৩ ঘণ্টা অর্থাৎ ১ দিনে ৮ ঘণ্টার বেশি নয়। তবে ১ সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টার বেশি নয় (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত মোতাবেক)।

৭. প্রশ্ন: মোটরযান কাকে বলে?

উত্তর: মোটরযান অর্থ কোনো যন্ত্রচালিত যানবাহন বা পরিবহণযান যাহা সড়ক, মহাসড়ক বা জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত, নির্মাণ বা অভিযোজন করা হয় এবং যাহার চালিকাশক্তি অন্য কোনো বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ উৎস হইতে সরবরাহ হইয়া থাকে এবং কোনো কাঠামো বা বডি সংযুক্ত হয় নাই এইরুপ চ্যাসিস ও ট্রেইলাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, তবে সংস্থাপিত বা সংযুক্ত রেলের উপর দিয়া চলাচলকারী অথবা একচ্ছত্রভাবে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কারখানা বা অন্য কোনো নিজস্ব চত্বরে বা অঙ্গনে ব্যবহৃত যানবাহন অথবা মনুষ্য বা পশু দ্বারা চালিত যানবাহন ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না (সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ধারা-২ (৪২)।

৮. প্রশ্ন: ইঞ্জিনের প্রধান প্রধান কয়েকটি যন্ত্রাংশের নাম কী?

উত্তর: ক. সিলিন্ডার হেড; খ. সিলিন্ডার ব্লক; গ. পিস্টন; ঘ. ক্রাংকশ্যাফট
ঙ. ক্যাম ও ক্যাম শ্যাফট; চ. কানেকটিং রড ছ. বিয়ারিং; জ. ফ্লাইহুইল ও ঝ. অয়েল প্যান ইত্যাদি।

৯. প্রশ্ন: পেট্রোল ইঞ্জিন ও ডিজেল ইঞ্জিনের মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর: ক. পেট্রোল ইঞ্জিনে জ্বালানি হিসেবে পেট্রোল ব্যবহার করা হয় কিন্তু ডিজেল ইঞ্জিনে জ্বালানি হিসেবে ডিজেল ব্যবহার করা হয়;
খ. পেট্রোল ইঞ্জিনে স্পার্ক করে ইগনিশন করা হয় কিন্তু ডিজেল ইঞ্জিনে কমপ্রেশন করে ইগনিশন করা হয়;
গ. পেট্রোল ইঞ্জিনে কার্বুরেটর থাকে কিন্তু ডিজেল ইঞ্জিনে কার্বুরেটরের স্থলে ইনজেক্টর থাকে;
ঘ. পেট্রোল ইঞ্জিন অটো সাইকেলে কাজ করে কিন্তু ডিজেল ইঞ্জিন ডিজেল সাইকেলে কাজ করে।

১০. প্রশ্ন: কী কী লক্ষণ দেখা দিলে ইঞ্জিন 'ওভার হলিং' করার প্রয়োজন হয় ?

উত্তর: ক. ইঞ্জিনে জ্বালানি এবং লুব অয়েল (মবিল) বেশি খরচ হলে;
খ. ইঞ্জিন হতে অত্যধিক কালো ধোঁয়া বের হলে;
গ. বোঝা বহন করার ক্ষমতা কমে গেলে;
ঘ. ফার্স্ট গিয়ারে উঁচু রাস্তার উঠবার সময় ইঞ্জিন মোটরযানকে টানতে না পারলে।

১১. প্রশ্ন: ইঞ্জিন কুলিং সিস্টেমের কাজ উদ্দেশ্য কী?

উত্তর: ইঞ্জিনের অতিরিক্ত তাপমাত্রা হ্রাস করে ইঞ্জিনকে কার্যকারী তাপমাত্রায় রাখাই কুলিং সিস্টেমের উদ্দেশ্য বা কাজ।

১২. প্রশ্ন: রেডিয়েটরের কাজ কী?

উত্তর: রেডিয়েটরের কাজ ইঞ্জিনের ওয়াটার জ্যাকেটের পানি ঠান্ডা করা। রেডিয়েটর হতে ঠান্ডা পানি পাম্পের সাহায্যে ওয়াটার জ্যাকেটের মাধ্যমে ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশে পৌঁছে ইঞ্জিনকে ঠান্ডা করে এবং গরম অবস্থায় পুনরায় রেডিয়েটরে ফিরে আসে। রেডিয়েটরে এই গরম পানি ঠান্ডা হয়ে পুনরায় ইঞ্জিনের ওয়াটার জ্যাকেটে যায়।

১৩. প্রশ্ন: কুলিং ফ্যানের কাজ কী?

উত্তর: রেডিয়েটরের ভেতর দিয়ে বাতাস প্রবাহিত করা এবং গরম পানিকে ঠান্ডা করা।

১৪. প্রশ্ন: এয়ার কুলিং সিস্টেমে ইঞ্জিন কিভাবে ঠান্ডা হয়?

উত্তর: ইঞ্জিন সিলিন্ডার ও হেডের চতুর্দিকে বেশ কিছু পাতলা লোহার পাত (ফিন) থাকে। বাতাসের সংস্পর্শে এই পাতলা লোহার পাতসমূহ ঠান্ডা হয়ে ইঞ্জিনকে ঠান্ডা রাখে। যেমন: মোটরসাইকেল, অটোরিকসা ইত্যাদি মোটরযানে এয়ার কুলিং সিস্টেম দেখা যায়।

১৫. প্রশ্ন: ওয়াটার কুলিং সিস্টেমে কী ধরনের পানি ব্যবহার করা উচিত?

উত্তর: ডিস্টিল্ড ওয়াটারের ন্যায় পরিস্কার পানি, যেমন-পরিস্কার পুকুর, নদী ও বৃষ্টির পানি ব্যবহার করা উচিত। সমুদ্রের লবণাক্ত পানি ও লৌহ মিশ্রিত পানি (কোনো কোনো টিউবওয়েলের পানি) ব্যবহার করা উচিত নয়।

১৬. প্রশ্ন: ফ্যানবেল্ট কোথায় থাকে?

উত্তর: ইঞ্জিনের পুলি, ফ্যান পুলি ও ডায়নামো পুলির ওপরে পড়ানো থাকে।

১৭. প্রশ্ন: একটি ইঞ্জিন অত্যধিক গরম অবস্থায় চলছে তা কীভাবে বুঝা যাবে?

উত্তর: (ক) ড্যাশবোর্ডে টেম্পারেচার মিটারের কাটা লাল দাগে চলে যাবে;
(খ) ইঞ্জিনে খট খট শব্দ (নকিং) হবে;
(গ) পানি বেশি বাষ্পায়িত হয়ে ওভারফ্লো পাইপ দিয়ে বের হতে থাকবে;
(ঘ) ক্রমান্বয়ে ইঞ্জিনের শক্তি কমতে থাকবে।

১৮. প্রশ্ন: ইঞ্জিন অতিরিক্ত গরম হলে করণীয় কী এবং এ অবস্থায় মোটরযান চালালে কী অসুবিধা হবে?

উত্তর: প্রথমে ইঞ্জিন বন্ধ করে সুবিধামতো স্থানে মোটরযান পার্ক করতে হবে এবং বনেট খুলে ইঞ্জিন ঠান্ডা হতে দিতে হবে। তারপর ইঞ্জিন গরম হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করে সে মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ইঞ্জিন অতিরিক্ত গরম হলে যেকোনো মুহূর্তে পিস্টন ও বিয়ারিং গলে গিয়ে ইঞ্জিন জ্যাম বা সিজড হয়ে যেতে পারে। এর ফলে ইঞ্জিন পুনরায় ওভারহলিং করতে হবে, যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল।

১৯. প্রশ্ন: এয়ারক্লিনারের কাজ কী?

উত্তর: বাতাসে যেসমস্ত ধূলিকণা থাকে তা পরিস্কার করে বিশুদ্ধ বাতাস ইঞ্জিনে সরবরাহ করা। পরিস্কার বাতাস কার্বুরেটরের মধ্যে প্রবেশ না করলে ধূলিকণা পেট্রোলের সাথে মিশ্রিত হয়ে ইঞ্জিনের সিলিন্ডার, পিস্টন এবং পিস্টন রিংয়ের অতি দুত ক্ষয় সাধন করে।

২০. প্রশ্ন: কার্বুরেটরের অবস্থান কোথায় এবং এর কাজ কী?

উত্তর: কার্বুরেটরের অবস্থান ইঞ্জিনের ইনটেক ম্যানিফোল্ডের ওপরে ও এয়ার ক্লিনারের নিচে। ফুয়েল ও বাতাসকে নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশ্রিত করে ইঞ্জিনে সরবরাহ করাই এর কাজ।

২১. প্রশ্ন: ডিস্ট্রিবিউটরের কাজ কী?

উত্তর: প্রত্যেকটি স্পার্ক প্লাগে হাই ভোল্টেজ কারেন্ট পৌঁছে দেওয়া ডিস্ট্রিবিউটরের কাজ।

২২. প্রশ্ন: কনডেনসারের কাজ কী?

উত্তর: ডিস্ট্রিবিউটরের কনট্যাক্ট ব্রেকার পয়েন্টকে পুড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করা।

২৩. প্রশ্ন: স্পার্ক প্লাগ কোথায় থাকে?

উত্তর: পেট্রোল ইঞ্জিনের সিলিন্ডার হেডে।

২৪. প্রশ্ন: এয়ারলক ও ভেপারলক এর অর্থ কী?

উত্তর: ফুয়েল লাইনে বাতাস প্রবেশের কারণে ফুয়েল সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়াকে এয়ারলক বলে। ফুয়েল লাইন অত্যধিক তাপের সংস্পর্শে আসলে লাইনের ভেতর ভেপার বা বাষ্পের সৃষ্টি হয়। এই বাষ্পের চাপে লাইনের ভেতর ফুয়েল সরবরাহ বন্ধ হওয়াকেই ভেপারলক বলে।

২৫. প্রশ্ন: কোন কোন ত্রুটির কারণে সাধারণত ইঞ্জিন স্টার্ট হয় না ?

উত্তর: (ক) জ্বালানি (পেট্রোল/ডিজেল/সিএনজি/এলএনজি) না থাকলে;
(খ) ব্যাটারিতে চার্জ না থাকলে বা দুর্বল হলে;
(গ) সেল্ফ স্টার্টার ঠিকমতো কাজ না করলে;
(ঘ) কার্বুরেটর ঠিকমতো কাজ না করলে;
(ঙ) ইগনিশন সিস্টেম ঠিকমতো কাজ না করলে;
(চ) ডিজেল ইঞ্জিনের জ্বালানি লাইনে বাতাস ঢুকে গেলে।

২৬. প্রশ্ন: কী কী কারণে ইঞ্জিন চালু অবস্থায় বন্ধ হতে পারে?

উত্তর: (ক) জ্বালানি (পেট্রোল/ডিজেল/সিএনজি) শেষ হয়ে গেলে বা সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে;
(খ) ডিজেল ইঞ্জিনের জ্বালানি লাইনে বাতাস ঢুকে গেলে;
(গ) স্পার্ক প্লাগে অতিরিক্ত তেল (মবিল) বা কার্বন জমা হলে;
(ঘ) কার্বুরেটরে ফ্লাডিং হলে অর্থাৎ কার্বুরেটরে অতিরিক্ত জ্বালানি সরবরাহ হলে;
(ঙ) এক্সিলারেটর প্রয়োজনমতো না চেপে ক্লাচ প্যাডেল ছেড়ে দিলে;
(চ) অতিরিক্ত বোঝা বহন করলে।

২৭. প্রশ্ন: ইগনিশন সিস্টেম ঠিক থাকা সত্ত্বেও একটি ঠান্ডা ইঞ্জিন স্টার্ট না হলে কী করতে হবে?

উত্তর: মিকচার আরো রিচ করতে হবে (এ্যাক্সিলারেটর দাবায়ে কার্বুরেটর ফ্লাডিং দ্বারা অথবা এয়ার ইনটেক সম্পূর্ণ বন্ধ করে)।

২৮. প্রশ্ন: ইগনিশন সিস্টেম ঠিক থাকা সত্ত্বেও একটি ইঞ্জিন গরম অবস্থায় স্টার্ট না হলে কী করতে হবে?

উত্তর: মিকচার খুব বেশি রিচ হলে এমনটি হয়। ইগনিশন সুইচ অফ করে এবং থ্রটল ভালভ সম্পূর্ণ খুলে ইঞ্জিনকে কয়েকবার ঘুরাতে হবে। তারপর থ্রটল ভালভ বন্ধ করে ইগনিশন সুইচ অন করতে হবে।

২৯. প্রশ্ন: ডিজেল ইঞ্জিনে গভর্নরের কাজ কী?

উত্তর: গর্ভনর, ডিজেল ইঞ্জিনের ফুয়েল (ডিজেল) সরবরাহকে নিয়ন্ত্রণ করে ইঞ্জিনের স্পিড বা গতি নিয়ন্ত্রণ করে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)
সদর কার্যালয়, বিআরটিএ ভবন
নতুন বিমানবন্দর সড়ক, বনানী, ঢাকা-১২১২
www.brta.gov.bd

মেকানিজম অব অটোমোবাইল ইন সিম্পল টার্মস

১। কুলিং ফ্যানের কাজ কী ?
উত্তর: √ **(ক) রেডিয়েটরের পানিকে ঠান্ডা করা**
(খ) ইঞ্জিন অয়েলকে ঠান্ডা করা
(গ) ব্রেক অয়েলকে ঠান্ডা করা
(ঘ) ব্যাটারীকে ঠান্ডা করা

২। টেম্পারেচার মিটারে ইঞ্জিনের কী নির্দেশ করে ?
উত্তর: √ **(ক) ইঞ্জিনের কার্যকারী তাপমাত্রা**
(খ) গিয়ার বক্সের কার্যকারী তাপমাত্রা
(গ) রেডিয়েটরের কার্যকারী তাপমাত্রা
(ঘ) মোটরযানের কার্যকারী তাপমাত্রা

৩। মোটরযান স্টার্ট না হওয়ার কারণ কী?
উত্তর: (ক) মোটরযানে ব্রেক ওয়েল না থাকলে
(খ) গিয়ার ওয়েল না থাকলে
√ **(গ) প্রয়োজনীয় জ্বালানী না থাকলে**
(ঘ) ক্লাস ওয়েল না থাকলে

৪। ব্রেক মাস্টার সিলিন্ডারে ব্রেক ওয়েল লেভেল কম থাকলে কী হতে পারে ?
উত্তর: √ **(ক) ব্রেক ফেল**
(খ) ইঞ্জিন ওভারহিট
(গ) কালো ধোঁয়া
(ঘ) বিকট আওয়াজ

৫। ক্লাচের কাজ কী?
উত্তর: (ক) গাড়ির গতি কম ও বেশী করা
✓ (খ) **ইঞ্জিন এবং গিয়ার বক্সের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা**
(গ) গাড়িকে নিউট্রাল করা
(ঘ) জ্বালানি সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা

৬। ইঞ্জিন অতিরিক্ত গরম হওয়ার কারণ
উত্তর: (ক) কুলিং ফ্যান কাজ না করলে
(খ) রেডিয়েটরে পানি ও মবিল না থাকলে বা কম থাকলে
✓ **(গ) উপরের সবগুলি**

৭। এয়ার ক্লিনারের কাজ-
উত্তর : (ক) ইঞ্জিনকে ঠান্ডা করা
(খ) বাতাস ও প্রেট্রোল এর মিশ্রণ তৈরী করা
✓ **(গ) বাতাস পরিস্কার করা**
(ঘ) ইঞ্জিন চালু করতে সহায়তা করা

৮। টায়ার অতিরিক্ত ক্ষয় হয় কেন ?
উত্তর : (ক) চাকার এলাইনমেন্ট সঠিক না থাকলে
(খ) চাকার হাওয়া কম-বেশী থাকিলে
(গ) অতিরিক্ত মালামাল বহন করিলে
✓ **(ঘ) উপরের সবগুলো**

৯। মবিলের কাজ কি ?
উত্তর : (ক) ইঞ্জিনের ঘূর্ণয়ামান যন্ত্রাংশকে পিচ্ছিল করা
(খ) ঘূর্ণমান যন্ত্রাংশের ক্ষয়রোধে করে
(গ) ইঞ্জিন আংশিক ঠান্ডা রাখে
✓ **(ঘ) উপরের সবগুলো**

১০। পেট্রোল ইঞ্জিনে প্রতি সিলিন্ডারের জন্য স্পার্ক প্লাগ থাকে কয়টি ?
উত্তর: √ **(ক) ১টি**
(খ) ২ টি
(গ) ৩ টি
(ঘ) ৪ টি

১১। সাইলেন্সারের কাজ কি ?
উত্তর**: √ (ক) শব্দকে নিয়ন্ত্রণ করা**
(খ) ধোঁয়া নির্গমন করা
(গ) বায়ু দূষণমুক্ত করা
(ঘ) ইঞ্জিনের গরম বাতাস বের করে দেয়া

১২। ইঞ্জিনের কুলিং সিস্টেমে কুলিং মিডিয়া হিসেবে সাধারণত কি ব্যবহৃত হয় ?
উত্তর : (ক) তৈল
(খ) গ্যাস
✓ **(গ) পানি**
(ঘ) ডিজেল

১৩। গিয়ার স্লিপ করার কারণ কী?
উত্তর : (ক) গিয়ারের দাঁত ভাঙ্গা থাকিলে
(খ) ক্লাচ ঠিক মতো কাজ না করলে
(গ) গিয়ার ভালোভাবে সংযোগ না হলে
✓ **(ঘ) উপরের সবগুলো**

১৪। ফুয়েল লাইনে বাতাস প্রবেশের কারণে ফুয়েল সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়াকে কী বলে ?
উত্তর: √ (ক) এয়ার লক
(খ) ভেপার লক
(গ) অটো লক
(ঘ) এন্টি লক

১৫। স্পার্ক প্লাগ কোথায় থাকে?
উত্তর : (ক) ডিজেল ইঞ্জিনের ব্লকে
✓ **(খ) পেট্রোল ইঞ্জিন সিলিন্ডার হেডে**
(গ) কার্বুরেটরের ভেতরে

১৬। ফুয়েল ও বাতাসের নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশ্রিত করে ইঞ্জিনে সরবরাহ করে-

উত্তর : (ক) এয়ার ক্লিনার

(খ) স্পার্ক প্লাগ

✓ **(গ) কার্বুরেটর**

(ঘ) মিক্সার

১৭। রেডিয়েটরের কাজ কী ?

উত্তর: √ **(ক) পানি ঠান্ডা করা**

(খ) রেডিও চালনা

(গ) জয়েন্ট পার্টস

(ঘ) কোনটি নয়

চালকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

১। চলন্ত অবস্থায় ইঞ্জিন ওভারহিট হয়ে গেলে করণীয় কী ?

উত্তর: (ক) গাড়ি চালিয়ে যেতে হবে

✓ **(খ) সুবিধা মতো স্থানে গাড়ি পার্ক করে ইঞ্জিন ঠান্ডা হতে দিতে হবে**

(গ) গাড়ি ব্রেক করতে হবে

(ঘ) আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে হবে

২। ইঞ্জিনের ওয়েলের মেয়াদ শেষ হলে নতুন ওয়েল প্রবেশ করানোর সাথে আর কী পরিবর্তন অবশ্যই আবশ্যক ?

উত্তর : (ক) এয়ার ফিল্টার

✓ **(খ) ইঞ্জিন ওয়েল ফিল্টার**

(গ) গিয়ার ওয়েল ফিল্টার

(ঘ) ফুয়েল ফিল্টার

৩। ইঞ্জিনের মবিল কত কিঃ মিঃ চালানোর পর বদল করা উচিত ?

উত্তর : (ক) ২,৫০০ কিঃ মিঃ

(খ) ৪,০০০ কিঃ মিঃ

(গ) ৮,০০০ কিঃ মিঃ

✓ **(ঘ) প্রস্তুতকারক প্রদত্ত ম্যানুয়াল/হ্যান্ডবুক মোতাবেক নির্দিষ্ট মাইল/কিলোমিটার চলার পর**

৪। মোটরযানে ব্যবহৃত ব্যাটারিতে ইলেক্ট্রোলাইড এর লেভেল কমে গেলে কী ব্যবহার করতে হবে ?

উত্তর : (ক) নদীর পানি

(খ) মিনারেল ওয়াটার

√ **(গ) ডিস্টিল্ড ওয়াটার**

(ঘ) সাগরের পানি

৫। হেড লাইট না জ্বললে প্রথমে কী চেক করতে হয় ?

উত্তর: √ **(ক) নির্ধারিত ফিউজ**

(খ) নির্ধারিত লাইন

(গ) ইঞ্জিন ওয়েল

(ঘ) সুইচ

৬। টায়ার বার্স্ট হলে গাড়ি নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য-

উত্তর : (ক) তাৎক্ষণিকভাবে ব্রেক প্রয়োগ করুন

✓ **(খ) এক্সিলেটর থেকে পা সরিয়ে নিয়ে গাড়ি থামা পর্যন্ত স্টিয়ারিং ধরে রাখা**

(গ) গিয়ার নিরপেক্ষ অবস্থানে রাখুন

(ঘ) গাড়ি এক পার্শ্বে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করুন

৭। লুব ওয়েল কোথায় দিতে হয় ?

উত্তর: √ **(ক) হেড কভারে**

(খ) ব্যাক কভারে

(গ) জয়েন্ট পার্টর্স

(ঘ) ফুয়েল গেজে

৮। ডিসটিল্ড ওয়াটার কোথায় ঢালতে হয় ?

উত্তর : (ক) কার্বুরেটরে

(খ) রেডিয়েটারে

✓ **(গ) ব্যাটারিতে**

(ঘ) এয়ার ক্লিনারে

৯। মোটরযানের গিয়ার পরিবর্তনের সময় অবশ্যই-

উত্তর : (ক) ব্রেক পেডেল চাপ দিতে হবে

√ **(খ) ক্লাচ পেডেল চাপ দিতে হবে**

(গ) এক্সিলেটর পেডেল চাপ দিতে হবে

(ঘ) গাড়ির গতি কমাতে হবে

রোড কোড ও রোড সাইন

১। বাধ্যতামূলক না বোধক চিহ্ন থাকে?

উত্তর: √ **(ক) লাল বৃত্তে**

(খ) নীল ত্রিভূজে

(গ) চতুর্ভূজের বৃত্তে

(ঘ) নীল বৃত্তে

২। রাস্তায় আলোক সংকেত যেভাবে আসে তা হলো?

উত্তর: (ক) হলুদ-সবুজ-লাল

(খ) লাল-হলুদ-সবুজ

✓ **(গ) লাল-সবুজ-হলুদ**

(ঘ) সবুজ-লাল-হলুদ

৩। লাল বৃত্ত বিশিষ্ট সড়ক সংকেতের ভিতর ৫০ কিঃ মিঃ লেখা থাকিলে কী বুঝায়?

উত্তর: (ক) সর্বনিম্ন গতি সীমা ৫০ কিঃ মিঃ

✓ **(খ) সর্বোচ্চ গতি সীমা ৫০ কিঃ মিঃ**

(গ) রাস্তা ৫০ কিঃ মিঃ লম্বা

(ঘ) রাস্তা ৫০ কিঃ মিঃ দূরে বাঁক

৪। রোড সাইনকে কোন তিন ভাগে ভাগ করা হয়?

উত্তর: (ক) লাল, হলুদ, সবুজ

(খ) রোড মার্কিং, সিগন্যাল এবং ট্রাফিক সাইন

(গ) সতর্কতামূলক, বাধ্যতামূলক, রোড মার্কিং

✓ **(ঘ) বাধ্যতামূলক, সতর্কতামূলক এবং তথ্যমূলক**

৫। অরক্ষিত লেভেল ক্রসিং এ চালকের দায়িত্ব কী ?

উত্তর: (ক) ধীর গতিতে গাড়ি চলবে

(খ) ট্রেন আসার পূর্ব মুহূর্ত অপেক্ষা করবে

(গ) প্রতিবন্ধক না থাকলে অগ্রসর হবে

✓ **(ঘ) মোটরযান থামিয়ে ডানে বামে দেখে নিরাপদ মনে হলে অতিক্রম করবে**

৬। রাস্তার মাঝখানে অখন্ডিত একটি সাদা দাগ থাকলে কী করণীয়?

উত্তর: (ক) ওভার টেক করা যাবে

✓ **(খ) ওভার টেক করা যাবে না**

(গ) গাড়ির গতি কমাতে হবে

(ঘ) গাড়ির গতি বাড়াতে হবে

৭। এই চিহ্নটি দ্বারা কী বুঝায়?

উত্তর : (ক) শুধুমাত্র সাইকেল চলাচলের জন্য

✓ **(খ) সাইকেল চলাচল নিষেধ**

(গ) মোটরসাইকেল চলাচল নিষেধ

(ঘ) শুধুমাত্র মোটরসাইকেল চলাচলের জন্য

৮। ফোরহুইল ড্রাইভ কোথায় প্রয়োগ করতে হয় ?

উত্তর : (ক) ভালো রাস্তায়

✓ **(খ) পিচ্ছিল, কর্দমাক্ত রাস্তায়**

(গ) আঁকা বাঁকা রাস্তায়

(ঘ) নিচু রাস্তায়

৯। লেভেলক্রসিং ও রেলক্রসিং কত প্রকার ?

উত্তর : (ক) ৩ প্রকার

(খ) ৪ প্রকার

(গ) ৫ প্রকার

✓ **(ঘ) ২ প্রকার**

১০। এই চিহ্ন দ্বারা কী বুঝায় ?

উত্তর: (ক) মোটরকার চলাচলের জন্য

√ **(খ) মোটরযান চলাচল নিষেধ**

(গ) মোটরসাইকেল চলাচল নিষেধ

(ঘ) পিকআপ চলাচলের জন্য

১১। এই চিহ্ন দ্বারা কী বুঝায় ?

উত্তর: √ **(ক) ওভারটেকিং নিষেধ**

(খ) ওভারটেকিং করা যাবে

(গ) গাড়ি থামাতে হবে

১২। এই চিহ্ন দ্বারা কী বুঝায় ?

উত্তর: √ **(ক) পার্কিং নিষেধ**
(খ) পার্কিং করা যাবে
(গ) পথচারী চলাচল নিষেধ

১৩। এই চিহ্ন দ্বারা কী বুঝায় ?

উত্তর: √ **(ক) থামানো নিষেধ**
(খ) থামাতে হবে
(গ) ওভারটেকিং নিষেধ

১৪। এই চিহ্ন দ্বারা কী বুঝায় ?

উত্তর: √ **(ক) পথচারী চলাচল নিষেধ**
(খ) পথচারী চলাচল করা যাবে
(গ) কোনটিই নয়

১৫। এই চিহ্ন দ্বারা কী বুঝায় ?

উত্তর: √ **(ক) পথচারী পারাপার**
(খ) পথচারী চলাচল নিষেধ
(গ) উভয়টি

১৬। এই চিহ্ন দ্বারা কী বুঝায় ?

উত্তর: √ **(ক) সড়কে পথচারী**
(খ) পথচারী চলাচল নিষেধ
(গ) শিশু-কিশোর

১৭। এই চিহ্ন দ্বারা কী বুঝায়?

উত্তর: √ **(ক) সামনে স্কুল**
(খ) সামনে পশু চলাচল করে
(গ) সামনে রাস্তা বন্ধ

১৮। এই চিহ্ন দ্বারা কী বুঝায় ?

উত্তর: √ **(ক) প্রবেশ নিষেধ**
(খ) সব ধরণের গাড়ি চলাচল করবে
(গ) ওভারটেকিং নিষেধ

১৯। এই চিহ্ন দ্বারা কী বুঝায় ?

উত্তর: √ **(ক) অসমতল/ ত্রুটিপূর্ণ সড়ক**
(খ) সামনে সমতল সড়ক
(গ) সামনে পিচ্ছিল সড়ক

২০। এই চিহ্ন দ্বারা কী বুঝায় ?

উত্তর: √ **(ক) সামনে গতিরোধক**
(খ) গতি বাড়াতে হবে
(গ) সামনে সমতল সড়ক

২১। মহাসড়কে বাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ কত ?
উত্তর : (ক) ৪০ কিলোমিটার/ ঘণ্টা
(খ) ৭০ কিলোমিটার / ঘণ্টা
(গ) ৫০ কিলোমিটার / ঘণ্টা
√ **(ঘ) ৮০ কিলোমিটার / ঘণ্টা**

২২। গোল চক্করে গাড়ি চালানোর নিয়ম- ?
উত্তর: (ক) সুযোগ মত বের হয়ে যান
√ (খ) **ডান দিক থেকে আগত গাড়িকে প্রাধান্য দিন**
(গ) বাম দিকের গাড়ি আরো যেতে দিন
(ঘ) যে দিকে মোড় ঘুরাবেন সেদিকে সিগন্যাল দিন

২৩। নীল রঙের আয়তক্ষেত্র কোন ধরনের সাইন ?
উত্তর: √ **(ক) তথ্যমূলক সাইন**
(খ) বাধ্যতামূলক সাইন
(গ) সতর্কতামূলক সাইন
(ঘ) উপরের সবগুলি

২৪। ট্রাফিক সিগন্যাল বা সংকেত কত প্রকার ?
উত্তর: √ **(ক) ৩ প্রকার**
(খ) ৪ প্রকার
(গ) ৫ প্রকার
(ঘ) ২ প্রকার

২৫। সবুজ আয়তক্ষেত্রে ট্রাফিক সাইন ফলক কোনটি ?
উত্তর : (ক) রাস্তার দিক/ দুরুত্বের তথ্য প্রদান করে
✓ **(খ) সাধারণ তথ্য প্রদান করে**
(গ) বাধ্যতামূলক তথ্য প্রদান করে
(ঘ) সর্তকাতামূলক তথ্য প্রদান করে

২৬। মোটরযান চালানো অবস্থায় ট্রাফিক সিগনালে হলুদ বাতি জ্বলতে দেখলে-

উত্তর : (ক) দ্রুত গতিতে গাড়ি চালায়ে যেতে হবে

✓ **(খ) থামার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে**

(গ) গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করতে দিতে হবে

(ঘ) আস্তে আস্তে এগিয়ে যাতে হবে

ট্রাফিক রুলস ও রেগুলেশন

১। ড্রাইভিং লাইসেন্সের ধরন-

উত্তর: (ক) পেশাদার

(খ) অপেশাদার

✓ **(গ) পেশাদার ও অপেশাদার**

(ঘ) কোনটি নয়

২। অপেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন বয়স কত?

উত্তর : (ক) ২৪ বছর

(খ) ২৫ বছর

(গ) ২০ বছর

✓ **(ঘ) ১৮ বছর**

৩। কোন জায়গায় অবশ্যই হর্ণ বাজাতে হবে?

উত্তর : (ক) গোল চক্করে

✓ **(খ) অন্ধ বাঁকে**

(গ) ইউ টার্নের নিকট

(ঘ) হাসপাতাল

৪। ঘন কুয়াশার মধ্যে রাস্তায় গাড়ি চালাতে হেড লাইট জ্বালাতে হয় কেন?

উত্তর : (ক) রাস্তা দেখবার জন্য

✓ **(খ) গাড়ির অবস্থায় বোঝানোর জন্য**

(গ) ডানে মোড় নেয়ার জন্য

(ঘ) ওভারটেক করার জন্য

৫। বাজার এলাকায় অতিক্রমের সময়ে গাড়ির গতিবেগ কত থাকা উচিৎ?

উত্তর : (ক) ৫০ কিঃ মিঃ

(খ) ১৫ কিঃ মিঃ/ঘন্টা

(গ) ৪৫ কিঃ মিঃ/ ঘন্টা

✓ **(ঘ) ট্রাফিক সাইনে নির্দেশিত গতিসীমা**

৬। মোটরযান থামানো এবং মোটরযানের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পরীক্ষা করার ক্ষমতা কাকে দেয়া হয়েছে?

উত্তর : (ক) ট্রাফিক পুলিশ, পুলিশ সার্জেন্ট, আনসার ও সেনাবাহিনীর সদস্য

(খ) পুলিশ সার্জেন্ট, আনসার ও বিআরটিএ'র কর্মকর্তা

✓ **(গ) সাব-ইন্সপেক্টর বা সার্জেন্ট পদমর্যাদার নিচে নয় এমন কোনো পুলিশ অফিসার বা, ক্ষেত্রমত, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো মোটরযান পরিদর্শক বা অন্য কোনো ব্যক্তি**

(ঘ) মোবাইল কোর্ট, ট্রাফিক পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্য

৭। অননুমোদিতভাবে ওভারটেকিং করলে কত টাকা অর্থদণ্ড?

✓ উত্তর : **(ক) অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড**
(খ) অনধিক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড
(গ) অনধিক ৩ (তিন) হাজার টাকা অর্থদণ্ড
(ঘ) অনধিক ২ (দুই) হাজার টাকা অর্থদণ্ড

৮। পরিবেশ দুষণকারী মোটরযান চালনা করলে কত টাকা অর্থদণ্ড ?

উত্তর : (ক) অনধিক ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড
✓ **(খ) অনধিক ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড**
(গ) অনধিক ৩০ (ত্রিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড
(ঘ) অনধিক ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড

৯। নির্ধারিত শব্দমাত্রার অতিরিক্ত উচ্চমাত্রার কোনরূপ শব্দ সৃষ্টি বা হর্ণ বাজানো বা কোনো যন্ত্র, যন্ত্রাংশ বা হর্ণ মোটরযানে স্থাপন করলে কত টাকা অর্থদণ্ড?

(ক) অনধিক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা
✓ **(খ) অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা**
(গ) অনধিক ১৫ (পনের) হাজার টাকা
(ঘ) অনধিক ২০ (বিশ) হাজার টাকা

১০। অতিরিক্ত ওজন বহন করে মোটরযান চালালে কত টাকা অর্থদণ্ড?

উত্তর : (ক) অনধিক ২০,০০০ টাকা
(খ) অনধিক ৫০,০০০ টাকা
(গ) অনধিক ৭৫,০০০ টাকা
√ (ঘ) অনধিক **১,০০,০০০ টাকা**

১১। ওভারলোডিং বা নিয়ন্ত্রণহীনভাবে মোটরযান চালনার ফলে দুর্ঘটনায় জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতিসাধণের জন্য কত অর্থদণ্ড?

✓ উত্তর : **(ক) অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা**
(খ) অনধিক ৪ (চার) লক্ষ টাকা
(গ) অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা
(ঘ) অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা

১২। মোটরযান পার্কিং এবং যাত্রী বা পণ্য উঠানামার নির্ধারিত স্থান ব্যবহার না করলে কত টাকা অর্থদণ্ড?

উত্তর : (ক) অনধিক ৩০০০ টাকা
(খ) অনধিক ৫০০০ টাকা
(গ) অনধিক ১০,০০০ টাকা
(ঘ) অনধিক ১৫,০০০ টাকা

১৩। পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন বয়স কত ?

উত্তর : (ক) ২৪ বছর
(খ) ২৫ বছর
✓ **(গ) ২১ বছর**
(ঘ) ১৮ বছর

১৪। শুকনা পাকা রাস্তায় ৫০ কিলোমিটার বেগে মোটরযান চললে ব্রেক করলে থামার দূরত্ব-

✓ উত্তর : **(ক) ২৫ মিটার**
(খ) ৩৫ মিটার
(গ) ৫০ মিটার
(ঘ) ২৫ গজ

১৫। একজন মোটরযান চালক বিরতিহীনভাবে কত ঘন্টা গাড়ি চালাতে পারে।

✓ উত্তর : **(ক) ৫ ঘন্টা**
(খ) ১০ ঘন্টা
(গ) ১২ ঘন্টা
(ঘ) ৭ ঘন্টা

১৬। মোটরযান দুর্ঘটনা ঘটলে সর্বপ্রথম দায়িত্ব কি?

উত্তর : (ক) নিকটস্থ থানায় খবর দেওয়া
(খ) দুর্ঘটনা কবলিত গাড়িটি নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া
(গ) পালিয়ে যাওয়া
√ **(ঘ) আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা**

১৭। সড়কে গাড়ি চালনার সময় সাইড মিরর (লুকিং গ্লাস) প্রতি মিনিটে কত বার দেখা উচিৎ?

উত্তর : (ক) ৮-১০ বার
√ **(খ) ৬-৮ বার**
(গ) ১০-১২ বার
(ঘ) ৩-৫ বার

১৮। ত্রুটিপূর্ণ, ঝুঁকিপূর্ণ বা নিষিদ্ধ ঘোষিত বা বিধি-নিষেধ আরোপকৃত বা সড়ক বা মহাসড়কে মোটরযান চালনার জন্য কত অর্থদন্ড?

✓ উত্তর : **(ক) অনধিক ২০ (বিশ) হাজার**
(খ) অনধিক ২৫ (পঁচিশ) হাজার
(গ) অনধিক ৩০ (ত্রিশ) হাজার
(ঘ) অনধিক ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) হাজার

১৯। রাত্রিকালীন বিপরীত দিক থেকে আগত গাড়ির মুখোমুখি হলে নিজ গাড়ির হেড লাইটের আলো কি করা উচিত ?

✓ উত্তর : **(ক) ডিম করা উচিত**
(খ) হাই করা উচিত
(গ) বন্ধ করা উচিত
(ঘ) কোনটিই নয়।

২০। প্রধান রাস্তায় প্রবেশের সতর্কতা হল-

উত্তর : (ক) প্রধান রাস্তার গাড়িকে অগ্রাধিকার দিয়ে স্বাভাবিক গতি বজায় রাখা
(খ) ইন্ডিকেটর দিয়ে হর্ণ বাজিয়ে নিজেই অগ্রাধিকার দিয়ে স্বাভাবিক গতি বজায় রাখা
✓ **(গ) ইন্ডিকেটর দিয়ে গাড়ির গতি কমিয়ে প্রধান রাস্তার গাড়িকে অগ্রাধিকার প্রদান করা**
(ঘ) যে কোন দিক দিয়ে হর্ণ বাজিয়ে প্রবেশ করা যেতে পারে

২১। অপেশাদার ও পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ক্ষেত্রে সর্বোনিম্ন বয়স কত ?

উত্তর : (ক) ২৪ ও ২৬ বছর
(খ) ২৫ ও ২৭ বছর
(গ) ২০ ও ২২ বছর
✓ **(ঘ) ১৮ ও ২১ বছর**

পয়েন্ট কর্তন সিস্টেম

১। ট্রাফিক সাইন ও সংকেতের ব্যবহার না মেনে চললে মোটরযান চালকের দোষসূচক কত পয়েন্ট কর্তন হবে?

উত্তর : (ক) ৩
✓ **(খ) ১**
(গ) ২
(ঘ) ৪

২। অতিরিক্ত ওজন বহন করে মোটরযান চালালে মোটরযান চালকের দোষসূচক কত পয়েন্ট কর্তন হবে?

উত্তর : (ক) ৪
(খ) ৩
(গ) ১
✓ **(ঘ) ২**

৩। মোটরযানের গতিসীমা না মানলে মোটরযান চালকের দোষসূচক কত পয়েন্ট কর্তন হবে?

উত্তর: √ **(ক) ১**
(খ) ২
(গ) ৩
(ঘ) ৪

৪। নির্ধারিত শব্দমাত্রার অতিরিক্ত উচ্চমাত্রার কোনরূপ শব্দ সৃষ্টি বা হর্ণ বাজানো বা কোনো যন্ত্র, যন্ত্রাংশ বা হর্ণ মোটরযানে স্থাপন করা হলে মোটরযান চালকের দোষসূচক কত পয়েন্ট কর্তন হবে?

উত্তর : (ক) ২
✓ **(খ) ১**
(গ) ৩
(ঘ) ৪

৫। পরিবেশ দুষণকারী মোটরযান চালনা করলে মোটরযান চালকের দোষসূচক কত পয়েন্ট কর্তন হবে?

উত্তর : (ক) ৪
(খ) ৩
(গ) ২
√ **(ঘ) ১**

৬। ত্রুটিপূর্ণ, ঝুঁকিপূর্ণ বা নিষিদ্ধ ঘোষিত বা বিধি-নিষেধ আরোপকৃত বা সড়ক বা মহাসড়কে মোটরযান চালনার জন্য মোটরযান চালকের দোষসূচক কত পয়েন্ট কর্তন হবে?

উত্তর : √**(ক) ১**
(খ) ২
(গ) ৩
(ঘ) ৪

৭। সড়ক দুর্ঘটনায় আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির জীবন রক্ষার্থে দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিকটস্থ চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র বা হাসপাতালে প্রেরণ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে মোটরযান চালকের দোষসূচক কত পয়েন্ট কর্তন হবে?

উত্তর: (ক) ২
√ **(খ) ১**
(গ) ৩
(ঘ) ৪

৮। রুট পারমিট প্রযোজ্য নয় এরূপ মোটরযান বাণিজ্যিকভাবে চালনা করিলে মোটরযান চালকের দোষসূচক কত পয়েন্ট কর্তন হবে?

উত্তর : (ক) ৪
(খ) ৩
(গ) ২
√ **(ঘ) ১**

৯। গণপরিবহনে ভাড়ার চার্ট প্রদর্শন ও নির্ধারিত ভাড়ার অতিরিক্ত ভাড়া দাবী বা আদায় করলে মোটরযান চালকের দোষসূচক কত পয়েন্ট কর্তন হবে?

উত্তর: (ক) ২

√ **(খ) ১**

(গ) ৩

(ঘ) ৪

১০। কনট্রাক্ট ক্যারিজের মিটার অবৈধভাবে পরিবর্তন বা অতিরিক্ত ভাড়া দাবি বা আদায় করলে মোটরযান চালকের দোষসূচক কত পয়েন্ট কর্তন হবে?

উত্তর : √ **(ক) ১**

(খ) ২

(গ) ৩

(ঘ) ৪

১১। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত কোনো মোটরযানের কারিগরি বিনির্দেশ অমান্য করলে মোটরযান চালকের দোষসূচক কত পয়েন্ট কর্তন হবে?

উত্তর : (ক) ২

√ **(খ) ১**

(গ) ৩

(ঘ) ৪

১২। মদ্যপান বা নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করে মোটরযান চালনা করলে মোটরযান চালকের দোষসূচক কত পয়েন্ট কর্তন হবে?

উত্তর : √ **(ক) ১**

(খ) ২

(গ) ৩

(ঘ) ৪

১৩। ইচ্ছাকৃতভাবে পথ আটকাইয়া বা অন্য কোনোভাবে অন্যান্য মোটরযানের চলাচলে বাধা সৃষ্টি করলে মোটরযান চালকের দোষসূচক কত পয়েন্ট কর্তন হবে?

উত্তর : (ক) ৪

(খ) ৩

(গ) ১

√ **(ঘ) ২**

ফাস্ট এইড

১। ফাস্ট এইড কি?

উত্তর : (ক) দ্রুত চিকিৎসা

(খ) দুর্ঘটনা চিকিৎসা

(গ) হাড় জোড়া চিকিৎসা

✓ **(ঘ) প্রাথমিক চিকিৎসা**

২। ফাস্ট এইড বাক্সে সাধারণত কি কি থাকে?

উত্তর : (ক) অক্সিজেন সিলিন্ডার

✓ **(খ) সামন্য কিছু ওষুধ, এন্টিসেপটিক, তুলা, ব্যান্ডেজ**

(গ) স্ট্রেচার

(ঘ) অপারেশনের ইকুইপমেন্ট